أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

দুনিয়া ও আখেরাত (১)

ভলিউম-১

লেখক

কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক

মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান এম,এম; এফ,আর
প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

www.BANGLAKITAB.com

মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِىَّ بَعْدَهٗ

সৃষ্টির আদিকাল হইতে কেবল এই উদ্দেশ্যেই আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালাম প্রেরিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কহারা মানবজাতিকে ওয়ায-নসীহত এবং এরশাদ ও হেদায়তের সাহায্যে পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাহাদের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিবেন। এই মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থাৎ "[হে মোহাম্মদ (দঃ)]! আপনি (বিভ্রান্ত মানব জাতিকে) সুন্দর নসীহত এবং হেক-মতের সহিত আপনার প্রভুর পথের দিকে আহ্বান করুন।"

এই জন্যই যেসমস্ত ওলামায়ে কেরাম উক্ত উদ্দেশ্যকে স্বীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্যরূপে অবলম্বন করিয়াছেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দুনিয়ার যাবতীয় লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি ও তিরস্কার-ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দাওয়াতে হকের মশাল হাতে বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই নবীর সত্যিকারের ওয়ারিস বলিয়া দাবী করিতে পারেন। এই পবিত্র ও মহান মনীষীদের বদৌলতে অসংখ্য ঝড়ঝঞ্ঝা ও বাধা-বিঘ্নের মোকাবিলায় আজও পৃথিবীর বুকে ইসলামের মশাল প্রজ্বলিত রহিয়াছে। ইন্‌শাআল্লাহ্, কিয়ামত পর্যন্ত ইহা প্রজ্বলিতই থাকিবে। এই প্রসঙ্গে হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ

لَايَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ مَنْصُوْرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَايَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ

অর্থাৎ "আমার উম্মতের এক দল সর্বদা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। শত্রুপক্ষ তাহাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না।" সুতরাং কোন শতাব্দী এবং কোন যুগই এই পবিত্র সত্যপন্থীর দল হইতে শূন্য থাকিতে পারে না, প্রত্যেক যুগেই ইঁহাদের এক দল বিদ্যমান থাকিয়া ইসলাম প্রচার করেন এবং আল্লাহ্ পাকের বাণীকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (রঃ) [জন্ম-১২৮০ হিঃ, মৃত্যু-১৩৬২ হিঃ] মহান ব্যক্তিত্ব ছিল এই খোদায়ী সাহায্যপ্রাপ্ত দলের শিরোমণি। সমগ্র জগত তাঁহাকে হাকীমুল উম্মত (আত্মার চিকিৎসক) এবং মুজাদ্দিদুল মিল্লাত (যুগ-সংস্কারক) আখ্যায় আখ্যায়িত করিত। এই আখ্যা বাস্তবিকই তাঁহার প্রাপ্য ছিল। তাঁহারই মহামূল্য ও অমর অবদান ওয়াযসমূহের কতিপয় ওয়ায বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়া বাংলাভাষী ভাইদের খেদমতে পেশ করা হইতেছে।

www.BANGLAKITAB.com

ধর্মের অপরাপর শাখার ন্যায় পেশাদার ওয়ায়েযগণ জনসাধারণের চক্ষে ধর্মীয় ওয়াযের মর্যাদা খর্ব ও হেয় করিয়া দিয়াছে। বিশেষত ধর্মীয় ওয়াযের নামে বাংলা ও উর্দু ভাষায় আজ পর্যন্ত যেসমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিয়া ধর্মীয় ওয়াযের স্বরূপ সম্বন্ধে জনমনে এরূপ ধারণা জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ধর্মের সুন্নত, মুস্তাহাব এবং কতিপয় নিষ্প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত এবং অচিন্তনীয় বিবেক বহির্ভূত ফযীলত ও উদগ্র বাসনা সৃষ্টি এবং মিথ্যা ও অলীক হাদীস এবং সত্যের সহিত সংগতিহীন কাল্পনিক জগতের কতিপয় চিত্তাকর্ষক ও মুখরোচক কেস্‌সা-কাহিনীর সমষ্টির নামই ওয়ায। অবশ্যই ইত্যাকার ধারণা পোষণের জন্য তাহাদিগকে দোষারোপ করা যায় না। কারণ, সচরাচর যেসমস্ত ওয়ায শ্রবণ বা ওয়াযের বহি-পুস্তক পাঠের সুযোগ তাহারা পাইয়া থাকে, সত্য বলিতে কি, উহার অধিকাংশই জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নতি সাধন এবং সামাজিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার সংস্কার বা সংশোধনের পরিপন্থী। এমন কি, ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের ভুল বিশ্বাস, বিরূপ ধারণা এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার এই সংকলন পাঠ করার পর ইহারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তন করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য হইবে। তাহাদের চোখ খুলিয়া যাইবে। তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, সত্যিকার ওয়ায, যাহা নবীদের দায়িত্বে ছিল, কাহাকে বলে এবং মানব প্রকৃতির উন্নতি বিধান এবং সামাজিক জীবন গঠন ও উহার উন্নতিসাধনে উহা কত প্রয়োজনীয় ও উপকারী।

মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার প্রশংসায় কিছু বলিতে যাওয়া সূর্যকে আলো দেখানোরই সমতুল্য। آفتاب آمد دلیل آفتاب 'অর্থাৎ, সূর্য নিজেই নিজের প্রমাণ'

مشك آنست كه خود ببوید نه عطار بگوید

"আতরের সুগন্ধই আতরের পরিচয়, আতর বিক্রেতার প্রশংসার মুখাপেক্ষী নহে।"

মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার পাঠকবৃন্দ প্রথম দৃষ্টিতেই উহার মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১। এই ওয়াযগুলি কোরআন-হাদীসের সত্যিকারের ব্যাখ্যা হিসাবে ইহার উপকারিতা কোন স্থান বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; বরং ইহা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক স্তরের জন্য সর্বদা প্রাথমিক কালের ন্যায়ই সমান উপকারী ও শিক্ষণীয়।

২। প্রতিটি ওয়াযের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত—প্রত্যেকটি কথাই জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম তত্ত্ব, সারগর্ভ চিন্তার বিকাশ এবং সংস্কারমূলক হেদায়তে পরিপূর্ণ। শুধু জোর গলাবাজি ও বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থহীন ও অমূলক বাক্যের সংমিশ্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

৩। প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত সমস্ত কেস্‌সা-কাহিনী এবং কৌতুক বাক্যই উপদেশমূলক এবং জ্ঞান-বর্ধক। এমন কোন কেস্‌সাই ইহাতে নাই যাহা কেবল সাময়িক আনন্দ প্রদান এবং শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া বাহবা হাসিল করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪। ইহাতে মিথ্যা ও অলীক রেওয়ায়ত এবং কাল্পনিক কেস্‌সা-কাহিনীর নাম-গন্ধও নাই। যাহাকিছু বলা হইয়াছে—নির্ভরযোগ্য সনদ, সঠিক বরাত এবং সুষ্ঠু জ্ঞান ও বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।

৫। পেশাদার ওয়ায়েযদের ন্যায় স্থান, কাল এবং শ্রোতৃবর্গের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রত্যেক ওয়াযে একই জাতীয় কয়েকটা কথা বার বার আওড়ান হয় নাই। যাহাতে দুই-চারিটি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়ায শ্রবণ বা পাঠ করার পরই বিরক্তি ও বিতৃষ্ণভাব উৎপন্ন হয়; বরং ইহার প্রত্যেকটি ওয়াযেই শ্রোতৃবর্গের ধর্মীয় প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী নূতন নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় এবং শরীঅত বিধান-সমূহের হেকমত ও রহস্যসমূহ দৃষ্টিপথে তরঙ্গায়িত হইবে। অর্থাৎ, একটি ওয়ায পাঠ করার পর আর একটি পাঠের পিপাসা বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে।

৬। আমলের ফযীলত বর্ণনা, বেহেশ্‌তের প্রতি আগ্রহান্বিত করা এবং দোযখের ভয় প্রদর্শনের মধ্যেই ওয়াযগুলি সীমাবদ্ধ নহে; বরং অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আহ্‌কাম এবং দ্বীনী মাসায়েলের ব্যাখ্যা, রহস্য ও হেকমত সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ এবং এল্‌মে মা'রেফাত ও হাকীকতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, ইহার বিভিন্ন স্তরের অতুলনীয় বিশ্লেষণের মহামূল্য ও অফুরন্ত ভাণ্ডারে এ সমস্ত ওয়ায পরিপূর্ণ।

৭। এই পবিত্র মাওয়ায়েযের সর্বপ্রধান ও মৌলিক বিশেষত্ব এই যে, ইহা এমন একজন মহাপুরুষের ওয়ায, যাঁহার কথা ও কাজ এবং ভিতর ও বাহিরের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। এই কারণেই তাঁহার ওয়াযের মধ্যে কোথাও লৌকিকতা এবং কৃত্রিমতার নাম-গন্ধ পর্যন্ত নাই। নিয়মও তাই ঃ

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ضرور

"অন্তর হইতে যে কথা বাহির হয় উহার ক্রিয়া অবশ্যই হয়।" সুতরাং উহার সক্রিয় আকর্ষণে প্রত্যেক শ্রোতা ও পাঠকের অন্তরে সত্যান্বেষণের স্পৃহা এবং নেক আমলের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে জাগিয়া উঠে। ইহা বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতারই ফল ঃ

ایں سعادت بزور بازو نیست ـ تانه بخشد خدائے بخشنده

"আল্লাহ্ তা'আলা দান না করিলে এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জন করা যায় না।"

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে তৎকালীন বিশিষ্ট আলেমগণ হযরত মাওলানা থানবীর (রঃ) ওয়াযগুলিকে যথাসময়ে শব্দে শব্দে অবিকল নকল করিয়া লওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। এইভাবে তাঁহার অধিকাংশ ওয়াযই লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর পুস্তকাকারে প্রকাশ করার পূর্বে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য স্বয়ং হযরত মাওলানা (রঃ) কর্তৃক উহার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করিয়া লন। এই ওয়ায লিপিবদ্ধকারী মনীষীবৃন্দের বদৌলতেই হযরত থানবীর (রঃ) কয়েক শত ওয়ায দ্বারা বিশিষ্ট ও সাধারণ শ্রেণীর লোকের উপকৃত ও লাভবান হওয়ার ধারা আজ পর্যন্ত জারি রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, ইহার তুলনা প্রাচীনকালেও দেখা যায় না।

فَجَزَاهُمُ اللهُ تَعَالٰى عَنَّا وَعَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرَ الْجَزَاءِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

এমন মহোপকারী মাওয়ায়েয বাংলাভাষায় অনূদিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন যাবৎ অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা **আলহাজ্জ মৌলবী আবদুল করিম** সাহেবকে দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি দান করুন—তিনি এই বিরাট খেদমত আন্‌জাম দেওয়ার সাহস করিয়াছেন। ইহার ফলেই আজ মাওয়ায়েযের প্রথম খণ্ড বাংলাভাষায় পাঠকবৃন্দের সম্মুখে পেশ করা হইতেছে। ইন্‌শাআল্লাহ্, অবশিষ্ট মাওয়ায়েযের অনুবাদও পাঠক-বৃন্দের খেদমতে ক্রমশ পেশ করা হইবে। জনাব মৌলবী আবদুল করিম সাহেবই ইতিপূর্বে

www.BANGLAKITAB.com

হযরত থানবীর (রঃ) সুবিখ্যাত তফ্‌সীর বয়ানুল কোরআনের বঙ্গানুবাদ 'তফ্‌সীরে আশরাফী' এবং 'বেহেশ্‌তী জেওর' ও 'হায়াতুল মুসলেমীন' প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত কিতাবগুলি সকল শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্ পাকের দরবারে দো'আ করিতেছি, তিনি যেন তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করেন এবং হযরত থানবীর অবশিষ্ট কিতাবগুলি স্থানীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার তাওফীক দান করেন। —আমীন!!

জনাব মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান সাহেব একজন অভিজ্ঞ আলেম ও অনুবাদকার্যে পারদর্শী। ইতিপূর্বে তিনি সুবিখ্যাত উর্দু তফ্‌সীর বয়ানুল কোরআনের বিরাট অংশ ও পারসী গ্রন্থ কিমিয়ায়ে সা'আদাত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আমি তাঁহার অনুবাদিত মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়ার পাণ্ডুলিপি মূল উর্দুর সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। তিনি মূল বিষয়বস্তুর সহিত মিল রাখিয়া এমনভাবে হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন যে, ইহা অনুবাদ বলিয়া ধরা যায় না। ইহা অনুবাদকের এক বিরাট কৃতিত্ব। ইহার ভাষা যেমন সরল, তেমনি সাবলীল।

বাংলাভাষায় মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়ার প্রকাশনা বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট সংযোজন এবং স্মরণীয় অবদান বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমি আশা করি, দেশের সকল শ্রেণীর লোক ইহার প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দান করিবেন এবং কিতাবটি বহুল পরিমাণে কাট্‌তি হইয়া এই শ্রেণীর কিতাবসমূহ প্রকাশনায় প্রকাশকের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

এই মাওয়ায়েয একাকী পাঠ করা ছাড়াও সভা-সমিতিতে এবং ঘরে ঘরে পাঠ করিয়া শুনাইবার যোগ্য। এই উপায়ে নিরক্ষর লোকেরাও ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে। এল্‌ম ও আমলের দুর্বলতা লইয়া যেসমস্ত পেশাদার ওয়ায়েয রসমী ওয়ায করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা শ্রবণ করার চেয়ে এই মাওয়ায়েয পাঠ করা ও শ্রবণ করা সহস্র গুণে উপকারী হইবে। এই মাওয়ায়েযের মধ্যে যেন হযরত থানবী (রঃ) স্বয়ং কথা বলিতেছেন। মাওলানা থানবীর উপস্থিতিতে তাঁহার ওয়ায ত্যাগ করিয়া যার তার ওয়ায শ্রবণ করা কি কেহ পছন্দ করিবে? (কখনই না।)

فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ

[হে মোহাম্মদ (দঃ)]! আপনি আমার সেসমস্ত বান্দাদিগকে সুসংবাদ দিন, যাহারা আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, আর ভাল কথার উপর আমল করে। ইহারাই তাহারা—যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়ত দান করিয়াছেন। আর ইহারাই বুদ্ধিমান।

ওবায়দুল হক জালালাবাদী
ফাযিল দেওবন্দ,

২৬ শে শা'বান, ১৩৮৬ হিজরী

www.BANGLAKITAB.com

সূচী-পত্র

আল-মুরাদ ..... ১—৩২
ভাষণের মূল উদ্দেশ্য ১
কোরআনে মনোনিবেশ ২
কোরআনের খাঁটি তরজমা ৩
ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা ৫
কোরআন তেলাওয়াতের উপকারিতা ৭
আমলের গুরুত্ব ৯
নিয়তের ফল ১৩
সাহস ও শক্তি ১৫
পাপের মলিনতা ১৬
নিয়তের গুরুত্ব ১৯
দুনিয়া ও আখেরাত ২৩
সূক্ষ্ম কথা ২৮
সম্পর্ক স্থাপনের উপায় ৩১
আদ্‌দুনিয়া ..... ৩৩—৪৪
দুনিয়ার মায়া ৩৩
স্ত্রীলোকের গুণ ৩৫
বাসগৃহের গুরুত্ব ৩৬
মালিকানার হাকীকত ৩৭
মানুষের অসহায়তা ৩৮
মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ৩৯
আমাদের যাবতীয় বস্তুই আমানত ৪০
সন্তান-সন্ততি বিপদ ৪১
নমরূদের পরিণাম ৪১
সুসন্তান নেয়ামত ৪২
সন্তান মহাবিপদ ৪৪
কথা কম বলার উপকারিতা ৪৪
গারীবুদ্‌দুনিয়া ..... ৪৬—৮০
এই বিষয়টি অবলম্বনের কারণ ৪৬
দুনিয়াবাসী মুসাফির ৪৭
সকলেই মৃত্যুতে বিশ্বাসী ৪৮
তবে জ্ঞান অনুযায়ী আমল নাই ৪৮
দৃঢ়-চিত্ত বুযুর্গ লোকের দৃষ্টান্ত ৪৯
শেখ চুল্লীর ঘটনা ৫১
শেখ সা'দীর ঘটনা ৫২
মৃত্যুকে নিকটবর্তী মনে কর ৫২
দুনিয়ার বাসগৃহের হাকীকত ৫৩
সংসারবিরাগের বিভিন্ন স্তর ৫৪
ইবলীসের ভুলের রহস্য ৫৫
মানুষ স্বাধীন ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ৫৬
আশা ও নির্ভরের স্বরূপ ৫৭
মানুষ স্বভাবত লোভী ৫৯
পাথরের ক্রন্দন ৬০
সংসারবিরাগের বিস্তারিত বিবরণ ৬০
বিশ্বাস ও জ্ঞানের জন্য গর্ব করিতে নাই ৬৩
দুনিয়ার সহিত প্রয়োজনানুরূপ সম্পর্ক রাখ ৬৪
ভুল তাওয়াক্কুলের দৃষ্টান্ত ৬৫
হুযূরের তালীমে
জিবরাঈলের (আঃ) ভূমিকা ৬৬
আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ হুযূরের ভাষা বুঝিতেন ৬৭
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সরঞ্জাম রাখা নিষেধ ৬৯
স্ত্রী-জাতি অত্যধিক লোভী ৭১
স্ত্রী-জাতির আর একটি রোগ ৭৩
সংসারে গৃহহীন লোকের ন্যায় বাস কর ৭৪
হাল প্রাপ্তি উদ্দেশ্য নহে, কাজই উদ্দেশ্য ৭৫
তিনটি প্রয়োজনীয় পাঠ ৭৮
ইসলামের আদি-অন্ত অবস্থা ৭৯
সারকথা ৮০
আর্‌রেযা বিদ্দুনিয়া ..... ৮১—৯৪
সূচনা ৮১
প্রশংসনীয় গুণ সন্তুষ্টির মূল ৮২
পাপী মুসলমান কাফেরের চেয়ে উত্তম ৮২
আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার শাস্তি ৮৩
تشبه -এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ৮৪
দোযখে শাস্তি দান ও পবিত্রকরণ ৮৫
মহব্বত প্রকাশ করা নাজাতের জন্য
যথেষ্ট নহে ৮৬
ঈছালে সওয়াবের সহজ পন্থা ৮৭
নিশ্চিন্ত থাকার পরিণতি ৮৯
সন্তুষ্টি ও নিশ্চিন্ততার প্রভেদ ৯০

www.BANGLAKITAB.com

দ্বীনী এলমের অমর্যাদা ৯০
এলমে-দ্বীন শিক্ষার প্রতি উৎসাহদান ৯১
'দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্টি' ব্যাধির ব্যাপকতা ৯২
দুনিয়ার অনুরাগ দূর করিবার উপায় ৯৩
আল-ইত্‌মীনানু বিদ্‌দুনিয়া ..... ৯৫—১১৪
দুনিয়ার অনুরাগই সমস্ত রোগের মূল ৯৫
মৌলিক রোগের চিকিৎসা প্রথম করা উচিত ৯৫
দুনিয়ার মহব্বত মৌলিক রোগ কেন? ৯৬
ঈমানের স্তর বিভিন্ন ৯৬
সংসারাসক্তির স্তর বিভিন্ন ৯৮
অনন্ত আযাবের রহস্য ৯৯
ছাত্রসুলভ প্রশ্নের উত্তর ১০০
দুনিয়ার সহিত আন্তরিকতা নিন্দনীয় ১০২
পরলোকের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রকারভেদ ১০৩
চিন্তা এবং উহার বাধাসমূহ ১০৮
সময় বড়ই মূল্যবান ১০৯
আজকালকার মজলিসসমূহের অবস্থা ১১০
নির্জনতা এবং উহার স্বরূপ ১১১
মানুষের নহে কেবল সৃষ্টিকর্তার সন্তোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে ১১২
মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজই এবাদত ১১২
আমলের উপযোগী একটি কথা ১১৩
মাতাউদ্‌দুনিয়া ..... ১১৫—১২৬
উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুর নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয়তা ১১৫
মুসলমানের আচরণ অবিশ্বাসীর ন্যায় ১১৬
আখেরাত সংশোধনে তদ্‌বীরের প্রয়োজনীয়তা ১১৭
আখেরাতের প্রতি সমধিক গুরুত্বদান আবশ্যক ১১৭
দুনিয়া ও আখেরাত ১১৯
দুনিয়াদার লোকের মৃত্যু-ভয় ১২০
দুনিয়ার স্বরূপ সামনে রাখার ফল ১২১
দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার ১২১
দুনিয়ার সহিত কি পরিমাণ সম্পর্ক রাখা উচিত ১২৩
দুনিয়ার মহব্বত কমাইবার উপায় ১২৫
আল-ফানী ..... ১২৭—১৪৮
কোরআন ও হাদীসের মহত্ত্ব ১২৭
চিন্তা না করার ফল ১২৮
অধিক শ্রবণ এবং দর্শনের ফল ১২৯
দুনিয়ার অস্থায়িত্ব হইতে অমনোযোগিতা ১২৯
আখেরাতের স্থায়িত্বের প্রতি উদাসীনতা ১৩১
কামেল লোকের প্রয়োজন ১৩২
তরীকত-সূর্যের কিরণদান ১৩২
আল্লাহ্‌র সমীপে দোআ করার প্রয়োজনীয়তা ১৩৩
খোদার নিকট প্রার্থনা করার ফল ১৩৪
আমাদের যাবতীয় বস্তুই পরের ১৩৫
মৃত্যুর কথা মানুষের স্মরণ নাই ১৩৭
মিলনাগ্রহে মৃত্যু কামনা বিধেয় ১৩৮
দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাসে কার্যত ত্রুটি ১৩৮
অকৃতকার্যতাও সওয়াবের কারণ ১৪০
স্ত্রী-জাতির ইহলৌকিক লিপ্ততা ১৪২
বুযুর্গানে দ্বীনের নেক দৃষ্টির ফল ১৪৪
আল-বাকী ..... ১৪৯—১৬৮
অস্থায়িত্বের ঘোষণা অপরিহার্য ১৪৯
এবাদত করার স্বাভাবিক কারণ ১৫০
নবজাত শিশুর কর্ণে আযান দেওয়ার রহস্য ১৫২
সূক্ষ্মদর্শীদের উপহাস ১৫৩
ধার্মিক লোকের আত্মপ্রবঞ্চনা ১৫৪
আল্লাহ্‌ওয়ালাদের পেরেশানী নাই ১৫৫
স্ত্রী-জাতির বাচালতা ১৫৬
সংসারানুরাগের তত্ত্বকথা ১৫৮
আল্লাহ্‌র মহব্বতের প্রয়োজনীয়তা ১৫৯
স্থায়ী পদার্থ ১৬০
আয়ুষ্কাল অমূল্য সম্পদ ১৬১
সংসার ও সংসারী লোকের দৃষ্টান্ত ১৬২
আখেরাতের নেয়ামতসমূহ ১৬৩
নেক আমলের বিশেষত্ব ১৬৪
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ১৬৬
দুনিয়ার জেলখানা ১৬৭
অসতর্কতার চিকিৎসা ১৬৮

www.BANGLAKITAB.com

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

■

আল-মুরাদ

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ـ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ـ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ـ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا

ভাষণের মূল উদ্দেশ্য

হযরত থানবী (রঃ) বলেনঃ “এখন আমি আপনাদের সম্মুখে যে আয়াতগুলি তেলাওয়াত (আবৃত্তি) করিলাম, ইহার সবগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এস্থলে বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আজ শুধু প্রথমোক্ত দুইটি আয়াত সম্বন্ধেই বর্ণনা করিব। এই দুইটি আয়াতে আল্লাহ্ পাক মানুষের দ্বিবিধ কামনার কথা উল্লেখ করিয়াছেনঃ একটি পার্থিব কামনা, অপরটি পারলৌকিক কামনা। সঙ্গে সঙ্গে উভয়বিধ কামনার পরিণাম ফলও বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়টির বিবরণ বহুবার আপনাদের শ্রুতিগোচর হইলেও আপনারা কেহই কোনদিন পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে উহা শ্রবণ করেন নাই। এই কারণেই সেই শ্রবণ আপনাদের মধ্যে কোন ‘তাছীর’ বা ক্রিয়া করিতে পারে নাই। কিছুমাত্র ক্রিয়া করিলে অবশ্যই উহার নিদর্শন ও লক্ষণসমূহ আপনাদের মধ্যে পরিলক্ষিত

www.BANGLAKITAB.com

হইত। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ সত্ত্বেও যখন কাহারও মধ্যে ইহার কোন ক্রিয়া বা 'তাছীর' দেখা যাইতেছে না, সুতরাং এখন উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যাই আমি আমার অদ্যকার ওয়াযের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিলাম। এই বিষয়টির অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রকার দ্বিমত থাকিতে পারে না। অতএব, আজ আমি তাহাই বর্ণনা করিব। সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের নিকট এই অনুরোধও জানাইতেছি, আপনারা এই বিষয়টিকে একটি সাধারণ বিষয় মনে করিয়া পূর্বের ন্যায় অমনোযোগিতার সহিত শ্রবণ করিবেন না। অমনোযোগী হইয়া শ্রবণ করা আর না করা সমান কথা। শ্রবণকালে কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না থাকিলে আপনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন বলা যায় না। দেখুন, হুযূরে আক্‌রাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলে উহার আওয়ায কাফেরদের কর্ণে অবশ্যই প্রবেশ করিত। কিন্তু তৎপ্রতি তাহাদের মনোযোগ ছিল না বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ "ইহারা শ্রবণ করে না", "ইহারা বধির"। মনে রাখিবেন, কোন বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎসম্বন্ধে গভীরভাবে অনুধাবনপূর্বক তদনুযায়ী আমল করার নামই প্রকৃত শ্রবণ। এতদ্‌সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা 'সূরা-ছাদে' বলিয়াছেনঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

"এই পবিত্র কিতাব আমি আপনার প্রতি নাযিল করিয়াছি। উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের অধিকারী মানুষ ইহার মর্মার্থ অনুধাবন করিবে এবং উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে।" আবার কোরআন শরীফের মর্মার্থ গভীরভাবে উপলব্ধি না করার দরুন মানুষকে তিরস্কার করিয়া বলিলেনঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ "তাহারা কি কোরআনের মর্মার্থ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে না?"

আমাদের মধ্যে প্রধান ত্রুটি এই যে, আমরা কোরআনের ভাবার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করি না। ইহার অর্থ কেহ হয়তো মনে করিবেন যে, তরজমা বা অনুবাদসহ কোরআন পাঠ করা উচিত। কিন্তু শুধু কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা যথেষ্ট নহে। যাঁহারা অনুবাদসহ কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যে, তাঁহারা কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করেন না। ভাসা ভাসারূপে অনুবাদ পড়িয়া যান মাত্র। আপনারা হয়তো বলিবেন, "তবে কি ইহার অর্থ এই যে, সমস্ত মুসলমানকেই বিজ্ঞ আলেম হইতে হইবে?" না, কখনই না। আমি আপনাদিগকে বিজ্ঞ আলেম হইবার পরামর্শ দিতেছি না। সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে; বরং আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে, আলেমগণ কোরআন শরীফের যেসমস্ত প্রয়োজনীয় অংশ আমলের সুবিধার্থে একত্রিত করিয়া ফেকাহ্ নাম দিয়াছেন, আপনারা মনোযোগের সহিত তৎসমুদয় অনুধাবন করেন না।

কোরআনে মনোনিবেশঃ কোরআনে মনোনিবেশ করার অর্থ ইহা নহে যে, কোরআন শরীফ সম্মুখে রাখিয়াই উহার ভাবার্থ সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে হইবে; বরং যেসমস্ত কিতাবে কোরআন শরীফের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, মনোযোগ সহকারে সেসমস্ত কিতাব অনুধাবনে পরিশ্রম করাও কোরআনে মনোনিবেশ করারই শামিল। এখন হয়তো আপনারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোরআনের অনুবাদ না জানা মুসলমানদের পক্ষে ত্রুটিজনক বা দূষণীয় নহে। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কোরআনের তরজমা শিক্ষা করা সম্ভবও নহে। এতদ্ব্যতীত সকলেরই

www.BANGLAKITAB.com

আলেম হওয়া কঠিন। তরজমা শিক্ষা করা কোরআনের মর্ম উপলব্ধির জন্য যথেষ্টও নহে। সুতরাং এই অপূর্ণ পন্থা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। সত্য বলিতে গেলে, উর্দু তরজমা পাঠ করিয়া কোরআন -এর ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করাও বিজ্ঞ আলেম ব্যতীত কোন সাধারণ মানুষের কাজ নহে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, উর্দু তরজমা পাঠকারীদিগকে কোরআনের বহু বিষয়বস্তু বুঝাইতে যাইয়া গলদঘর্ম হইতে হইয়াছে। কেননা, কোরআনে এমন অনেক বিষয়বস্তু রহিয়াছে যাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 'নাহু, (ব্যাকরণশাস্ত্র) বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) নাসেখ ও মানসুখ (রহিত ও রহিতকারী আয়াতসমূহের বিবরণ) ওছুল এবং ফেকাহ্ (মূলনীতি ও শাখাবিধান) প্রভৃতি কতিপয় শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা প্রাথমিক প্রয়োজন। এই প্রাথমিক শাস্ত্রগুলিতে যতক্ষণ কেহ জ্ঞানলাভ না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআন শরীফের উক্ত বিষয়গুলি কোনরূপেই অবগত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

তদুপরি মহাসমস্যা এই যে, কোন কিছু বুঝিতে অক্ষম হইলে অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়ার অভ্যাস আজকাল মানুষের মধ্যে অতি বিরল। কোন বিষয়ে সন্দেহ জন্মিলে অধিকাংশ লোকই নিজের বিবেকানুযায়ী উহার কোন না কোন এক অর্থ আবিষ্কার করিয়া লয়। ইহার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকীদা নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে এরূপ ধারণা করার কোন কারণ নাই যে, তবে তো সাধারণ মানুষের জন্য কোরআন শরীফ দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোনই উপায় রহিল না। ইহার একটি উত্তর আমি ইতিপূর্বে দিয়াছি যে, কোরআনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সহজ বিষয়-বস্তু সম্বলিত যেসমস্ত কিতাব লিখিত হইয়াছে, তাহা গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা। আর যেসমস্ত বিজ্ঞ আলেম নিজেদের ওয়াযে কোরআনের বিষয়বস্তু ও সঠিক আহ্কামসমূহ বয়ান করিয়া থাকেন, মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে কোরআনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার একটি সহজ উপায়। এতদ্ব্যতীত শুধু তরজমা দ্বারা উপকার লাভেরও একটি পন্থা আছে। তাহা এই যে, অধুনা জগতে দুই শ্রেণীর লোক রহিয়াছে। এক শ্রেণীর লোক এল্ম শিখিবার জন্য যথেষ্ট অবসর পাইয়া থাকে। তাহাদের উচিত আল্লাহ্র নাম লইয়া পরিশ্রমের সহিত ঐসমস্ত শাস্ত্রগুলি শিক্ষা করা, যাহা ব্যতীত কোরআন শরীফের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। অতঃপর তরজমা পাঠ করা।

আর এক শ্রেণীর লোক এতখানি অবসর পায় না। তাহাদের উচিত, প্রথমতঃ কোন নির্ভর-যোগ্য আলেমকে জিজ্ঞাসা করা যে, কোরআন শরীফের কোন্ তরজমা বা কাহার কৃত তরজমা অধিকতর ছহীহ্ এবং গ্রহণযোগ্য। নিজে নিজে কিছু স্থির করা উচিত নহে। অধুনা লোকে কোরআন অনুবাদের এক মাপকাঠি নিজেরাই স্থির করিয়া লইয়াছে, তাহাদের এই মাপকাঠি যে ভুল তাহা আমি এখনই প্রমাণ করিয়া দিতেছি।

কোরআনের খাঁটি তরজমা*ঃ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদের (রঃ) এবং হযরত মাওলানা শাহ্ রফীউদ্দীন (রঃ) কৃত কোরআনের তরজমা টাঁকশালী অর্থাৎ, খাঁটি তরজমা, একেবারে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। অবশ্য ভাষার পরিবর্তনের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পারিভাষিক নীতি বিবর্জিত হওয়ার ফলে উক্ত তরজমা দুইটি উর্দু ভাষার দিক দিয়া খুব উচ্চমানের না হইলেও

টীকা

* বাংলাভাষায় তফ্সীরে আশ্রাফী এবং মাওলানা আলী হাসান ও আবদুল হাকিমের তফ্সীর প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

কোরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে যে উচ্চ মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, অপর কাহারও তরজমা তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা তাঁহাদের 'খুলুছ' বা নেক নিয়তের ফল বৈ আর কিছুই নহে। আজকাল ভাষার চাকচিক্য এবং বর্ণনা-চাতুর্যকেই মানুষ উত্তম অনুবাদের মাপকাঠিরূপে নির্ধারণ করিয়া লইয়াছে।

ভ্রাতৃগণ! ভাবিয়া দেখুন, কোন শহরে দুই জন চিকিৎসক আছেন। একজন চিকিৎসাশাস্ত্রে তথা রোগ নির্ণয়ে ও ঔষধ নির্বাচনে অতিশয় পারদর্শী, কিন্তু ভাষায় দুর্বল। অপর চিকিৎসক ভাষায় সুপণ্ডিত, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে বিচক্ষণ ও দক্ষ নহেন। বিচার করিয়া বলুন, আপনারা ইহাদের মধ্যে কাহার ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করিবেন? বলাবাহুল্য, বিচক্ষণ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রই প্রত্যেক চিকিৎসাকামী রোগী গ্রহণ করিবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে অপারদর্শী ভাষাবিদ চিকিৎসকের আলঙ্কারিক ভাষার ব্যবস্থাপত্র কেহই গ্রহণ করিবে না। কেননা, রোগমুক্ত হওয়াই রোগীর উদ্দেশ্য। ভাষার চাতুর্য ও চাকচিক্যে তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

বন্ধুগণ! আমরা যদি কোরআন শরীফকে আমাদের 'রূহানী' রোগের চিকিৎসা গ্রন্থ মনে করিতাম, তবে উহার তরজমা নির্বাচনের বেলায় এই চিন্তাই করিতাম যে, কোন্ তরজমাটি তফসীর-শাস্ত্রে বিচক্ষণ সুবিজ্ঞ আলেম কর্তৃক কৃত, যাহাকে নির্ভরযোগ্য মনে করিয়া নিঃসন্দেহে তদনুযায়ী আমল করা যাইতে পারে। আর কোন্ তরজমাটি ভাষার দিক দিয়া অতি মনোরম এবং চাকচিক্য-ময় হইলেও বিজ্ঞ আলেমের কৃত নহে বলিয়া নির্ভরযোগ্যও নহে, তদনুযায়ী আমলও করা যাইতে পারে না। যখন আমল করা উদ্দেশ্য, তখন শুধু ভাষার প্রাঞ্জল্যে ও মাধুর্যে কি কাজ দিবে? কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, কোরআন পাককে আমরা গল্প-গ্রন্থের ন্যায় মনে করিয়া থাকি। এই কারণেই আমাদের নিকট ভাষার চাকচিক্যের আদর। যদি আমলই উদ্দেশ্য হইত, তবে ভাষার চাকচিক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতাম। যদি ভাষার প্রাঞ্জল্য এবং বর্ণনা-চাতুর্যের প্রতিই আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে কোরআনের তরজমা কেন? "চার দরবেশের কাহিনী" নামক রূপক গ্রন্থ পড়াই শ্রেয়। এখন কোরআনের তরজমা লইয়া অযথা টানাটানি করায় লাভ কি? বলিতে কি, আজকাল সাধারণ মানুষের যে রুচি হইয়া গিয়াছে, তদনুযায়ী কোরআনের তরজমা নির্বাচন করা ঠিক নহে। সঠিক মাপকাঠি হইল যাহা আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিচক্ষণ এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের অনুবাদই গ্রহণযোগ্য। শুধু তরজমা পড়াই যথেষ্ট হইবে না, তাহা আবার সুবিজ্ঞ আলেমের নিকট সবকে সবকে পড়িয়া ভালরূপে কোরআনের মর্মার্থ বুঝিয়া লইতে হইবে।

কোরআনের তরজমা বুঝিবার জন্য কেবল সাহিত্যিক (আরবী বা উর্দু সাহিত্যে সুপণ্ডিত) হওয়া যথেষ্ট নহে। অধুনা মানুষের মধ্যে প্রধান দোষ এই যে, যে ব্যক্তি আরবী ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে কিংবা প্রবন্ধাদি লিখিতে পারে, তাহাকেই সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং মনে করে যে, ইনি একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং অতিশয় উপযুক্ত লোক। কিন্তু কেহই একথা মনে করে না যে, কোরআনের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কেবল সাহিত্যবিশারদ অর্থাৎ, ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়াই যথেষ্ট নহে। বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিবার জন্য আমি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। মনে করুন, যদি অপনি কোন কবির নিকট একটি আইন গ্রন্থ পড়েন—যিনি আইনশাস্ত্রে আদৌ জ্ঞানী নহেন। আবার তাহা অপর একজন আইনশাস্ত্র বিশারদ আইনজীবীর নিকট লইয়া যান, যিনি আইনশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, কিন্তু ভাষাজ্ঞান তাঁহার তত নাই। এখন যদি উক্ত আইন গ্রন্থের স্থান-বিশেষে কোন আইন সম্বন্ধে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে মতভেদ ঘটে; ভাষাবিদ একরূপ অর্থ করেন

www.BANGLAKITAB.com

এবং ভাষাজ্ঞান বিবর্জিত আইনজ্ঞ ব্যক্তি অন্যরূপ অর্থ বলেন, এখন আমি যুগের জ্ঞানী লোক-দের জিজ্ঞাসা করি, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা কি আইনজ্ঞ ব্যক্তির মত গ্রহণ করিবেন, না ভাষাবিদ ব্যক্তির মতকে গ্রহণীয় মনে করিবেন? বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় জ্ঞানীমাত্রেই আইনজ্ঞ লোকটির মতকেই প্রাধান্য প্রদান করিবেন। আইন-শাস্ত্র বিশারদ উকিলের সম্মুখে আইনের ব্যাপারে সাহিত্য -বিশারদ কবির মতের কানাকড়িও মূল্য হইবে না। ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেই কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্র তাহার জন্য সহজ হয় না। নির্দিষ্ট শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কঠোর সাধনার সহিত তাহা অধ্যয়ন করিতে হয়।

ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা ঃ সুতরাং কোরআন শরীফের তরজমা শিখিবার জন্য এল্‌মে শরীঅত -এর একজন সুবিজ্ঞ আলেমকে ওস্তাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং পূর্ণ কোরআনের তরজমা তাঁহার নিকট হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে। কোন মুসলমান কখনও এমন ধারণা যেন মনে স্থান না দেন যে, কোরআনের তরজমা যখন উর্দু (ও বাংলা) ভাষায় হইয়া গিয়াছে, তখন আর ওস্তাদের নিকট পড়িতে হইবে কেন? উর্দু (বাংলা) তো আমাদের নিজেদেরই ভাষা। বন্ধুগণ? তরজমার সাহায্যে কেবল বাক্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বাক্যের আভিধানিক অর্থ জানা যায়। কোরআন শরীফ তো কেবল 'মকামাতে হারিরী' (আরবী সাহিত্য পুস্তক) নহে যে, ভাষাগত অর্থ জানা-ই উহার অন্তর্নিহিত বিষয় বুঝিবার জন্য যথেষ্ট হইবে। কোরআন শরীফে এল্‌মে আকায়েদ, তায্‌কিয়ায়ে আখ্‌লাক (চরিত্র গঠন), ফেকাহ্ প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান রহি-য়াছে। তরজমা পড়িবার সময় যতক্ষণ পর্যন্ত ঐসমস্ত বিষয় বুঝাইয়া না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু তরজমা পড়িয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানও রাখে না এবং কোন সুবিজ্ঞ আলেমের নিকট তাহা পড়েও নাই, সে ব্যক্তি যদি কোরআন শরীফের শুধু তরজমা পড়িতে থাকে, তবে সে কুখ্যাত মুরজিয়াহ্ বা ক্বাদরিয়াহ্ সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী হইয়া পড়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।*

কেননা, প্রত্যেক বিষয় বা শাস্ত্রের জন্য বিশিষ্ট পরিভাষা রহিয়াছে। কোন ওস্তাদের সাহায্য ব্যতীত শুধু তরজমা পড়িয়া তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। যাহারা কোরআনের শুধু তরজমা পাঠ করে, তাহারা কোরআনের মর্ম ঠিক সেইরূপই বুঝিয়া থাকে। যেমন, কোন এক ব্যক্তি 'গুলেস্তাঁ' কিতাবের নিম্নোক্ত কবিতাটির অর্থ বুঝিয়াছিল ঃ

دوست آں باشد که گیرد دست دوست ـ در پریشاں حالی ودر ماندگی

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিপদ-আপদে বন্ধুর হস্ত ধারণ (সাহায্য) করে সে ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু। লোকটি কবিতাটির অনুবাদ নিজে নিজে পাঠ করিয়া উহার মর্ম এইরূপ বুঝিয়াছিল যে, "বিপদ-আপদে বন্ধুর হাত ধরিলে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় দেওয়া হয়।" ঘটনাক্রমে একদিন সে দেখিতে পাইল, জনৈক ব্যক্তি তাহার কোন এক বন্ধুকে বেদম প্রহার করিতেছে। সে দৌড়াইয়া গিয়া বন্ধুর দুই হাত সজোরে ধরিয়া রাখিল। ইহাতে প্রহারকারী আরও সুযোগ পাইল এবং বেচারীকে ভীষণ-

টীকা

* যাহাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষের যাবতীয় কার্যের কর্তা আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষের তাহাতে কোনই অধিকার নাই, তাহাদিগকে 'মুরজিয়াহ্' বলে। আর যাহারা এরূপ বিশ্বাস করে যে, মানুষ তাহার যাবতীয় কার্য নিজ ইচ্ছা এবং ক্ষমতাবলেই করিয়া থাকে, আল্লাহ্ তা'আলার তাহাতে কোন হাত নাই; তাহাদিগকে 'ক্বাদরিয়াহ্' বলে।

www.BANGLAKITAB.com

ভাবে প্রহার করিল। এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখিয়া প্রহৃত বন্ধু তাহার প্রতি অতিশয় রাগান্বিত হইল এবং বলিলঃ বন্ধু হিসাবে আমার এই বিপদে তোমার কর্তব্য ছিল আমাকে সাহায্য করা। কোথায় তুমি আমাকে সাহায্য করিবে, তাহা না করিয়া বরং উল্টা আমার হাত ধরিয়া রাখিয়া আমার আত্মরক্ষার পথও বন্ধ করিয়া দিলে। বন্ধুর রাগ দেখিয়া লোকটি বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলঃ আমি তো শেখ সা'দীর উক্তির মর্মানুযায়ীই বন্ধুত্বের হক্ আদায় করিয়াছি। এই ব্যক্তি আমার প্রতি রাগান্বিত হইতেছে কেন? সে প্রকাশ্যে বন্ধুকে বলিলঃ বন্ধু, আমি তো শেখ সা'দীর কবিতার মর্মানুযায়ী বন্ধুত্বের হক আদায় করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। শেখ সা'দী 'গুলেস্তাঁ' কিতাবে যাহা বলিয়াছেন, আমি তো শুধু তাহাই করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেনঃ

دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست

বন্ধুগণ! লোকটি কবিতাটির শাব্দিক অনুবাদে কোন ভুল করে নাই। তাহার ত্রুটি শুধু এই ছিল যে, কোন ভাষাবিদ ওস্তাদের নিকট হইতে তরজমাটির ভাবার্থ বুঝিয়া লয় নাই। শুধু নিজে তরজমা পড়িয়া শাব্দিক অর্থ বুঝিয়া লইয়াছিল। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, 'গুলেস্তাঁর' ন্যায় মানব রচিত একটি সামান্য কিতাবের প্রকৃত মর্ম যখন ওস্তাদের নিকট না পড়িলে নিজে নিজে অনুবাদ পড়িয়া অনেক সময় পণ্ডিত ব্যক্তিও ভুল করিয়া বসে, তখন নিজে নিজে শুধু তরজমা পাঠ করা কেমন করিয়া যথেষ্ট হইতে পারে? তাহাতে ভুল হওয়া অসম্ভব কি? এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোরআন-এর তরজমাও যখন ওস্তাদের নিকট না পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না, তখন তরজমা করারই প্রয়োজন কি ছিল? ইহাতে লাভ কি হইয়াছে? উত্তরে বলা যায়, তরজমা না হইলে কোরআন শরীফ বুঝিবার জন্য প্রথমতঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাথমিক শাস্ত্রগুলি আয়ত্ত করিয়া আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতে হইত। ইহাতে দীর্ঘকালব্যাপিয়া পরিশ্রম ও সাবধানতা প্রয়োজন ছিল। তরজমা হওয়াতে এতটুকু সুবিধা হইয়াছে যে, ভাষায় দক্ষতা অর্জনে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে ওস্তাদের নিকট হইতে কোরআনের বিষয়গুলি শিখিয়া লওয়া যায়। ইহা নিতান্ত সামান্য লাভ নহে। কোরআনের তরজমা -কারী আলেমগণ এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কখনও তরজমা করেন নাই যে, ওস্তাদের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কেহ তরজমা দ্বারাই কোরআনের সারমর্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে।

বন্ধুগণ! পার্থিব কাজ-কর্মের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন, সামান্য সামান্য কাজগুলিও ওস্তাদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত কেহই নিজে নিজে আয়ত্ত করিতে পারে না। এমন কি, কাঠ মিস্ত্রীর কাজ যদি কেহ ওস্তাদ ব্যতীত নিজে নিজে শিখিতে আরম্ভ করে, তবে সে নিশ্চয়ই নিজের হাত-পা কাটিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিবে। অথচ প্রত্যেক মানুষ নিজের জীবনে বহু কাঠমিস্ত্রী -কে আসবাবপত্র নির্মাণ করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কেহ এরূপ বলে না যে, "আমি কাঠ মিস্ত্রীকে আসবাবপত্র প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি এবং কাজের প্রণালী শিখিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ না করিয়াই আমি মিস্ত্রীর কাজ করিতে পারিব।" পার্থিব এই সমস্ত কাজ-কর্মে সকল লোকের ঐক্যমত এই যে, যথারীতি ওস্তাদের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করা ব্যতীত কাজকর্মে পারদর্শিতালাভের জন্য শুধু প্রণালী দেখিয়া লওয়া যথেষ্ট নহে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, পবিত্র কোরআন শরীফকে এমনই সাধারণ 'কালামের' স্তরে স্থান দেওয়া হইতেছে যে, কোন ওস্তাদের সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজে ইহার তরজমা পড়িয়া লওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হইতেছে।

www.BANGLAKITAB.com

বন্ধুগণ! আপনারা শুনিয়া বিস্ময় বোধ করিবেন যে, আমার বর্তমান বয়স পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক। ইতিমধ্যে আমাকে বহু লেখাপড়ার কাজ করিতে হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি আমি কলম কাটিতে জানি না। কেননা, কলম কাটা আমি কোনদিন কাহারও নিকট হইতে শিখিয়া লই নাই। এমনি বাঁকা-টেড়াভাবে কাটিয়া কোনরূপে কাজ চালাইয়া থাকি। যখন এমন একটা ক্ষুদ্রতম কাজ ওস্তাদ ব্যতীত শিক্ষা করা যায় না, তখন ওস্তাদ বিহনে কোরআন শরীফের ন্যায় এমন একটা মহা আসমানী কিতাব শিখিয়া ফেলার দাবী নিতান্ত বাতুলতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? যাঁহারা এমন অর্থহীন দাবী করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার উপরোক্ত মন্তব্যের সার্থকতা এইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, প্রথমে একবার সমস্ত কোরআনের তরজমা নিজে নিজে পাঠ করুন। অতঃপর তাহা আবার বিজ্ঞ আলেমের নিকট পড়িতে আরম্ভ করুন। ইন্‌শাআল্লাহ্, ওস্তাদের অধ্যাপনা শ্রবণ করিয়া তিনি নিজেই নিজেকে অজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিবেন। আর ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল মেধাবী হইলেই চলে না।

তাই আমি বলিতেছিলাম—কোরআনের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রত্যেকটি মানুষের বিজ্ঞ আলেম হওয়া জরুরী নহে; বরং কোরআনের মর্মার্থ বুঝিবার জন্য অনেক সহজ পন্থাও রহিয়াছে, যাহা বিজ্ঞ আলেম হওয়া ছাড়াও লাভ হইতে পারে। কিন্তু আমার উপরোক্ত কথা হইতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, তরজমা পাঠ করা ভিন্ন যখন কেহই কোরআনের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তখন নিছক তেলাওয়াতে কোরআনে কোনই ফায়দা নাই। আসল কথা এই যে, ঐ কাজকেই অনর্থক ও বেকার বলা যায়, যাহাতে কোন উপকারিতা নাই। অথচ কোরআন তেলাওয়াতে যথেষ্ট উপকার আছে।

কোরআন তেলাওয়াতের উপকারিতা ঃ কোরআন তেলাওয়াতে বহুবিধ উপকারিতা রহিয়াছে। প্রথম উপকারিতা কোরআন শরীফ বুঝিয়া তেলাওয়াত করিয়া তদনুযায়ী আমল করা। দ্বিতীয় উপকারিতা তেলাওয়াতের সওয়াব হাসিল করা। সুতরাং না বুঝিয়া তেলাওয়াতে কোন উপকারিতা নাই তখনই বলা যাইতে পারে, যখন কোরআন পাঠে কোন সওয়াবলাভ না হয়। না বুঝিয়া তেলাওয়াত করিলে সাওয়াব পাওয়া যাইবে কিনা তাহা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে অনুসন্ধান করুন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "কোরআন তেলাওয়াতকারী প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে ১০টি নেকী লাভ করিয়া থাকে। আমি বলিতেছি না যে, الٓمٓ একটি হরফ; বরং الف 'আলিফ' একটি হরফ, لام 'লাম্' একটি হরফ এবং ميم 'মীম' একটি হরফ, অর্থাৎ, الٓمٓ শব্দে তিনটি হরফ রহিয়াছে। কাজেই এই শব্দটি তেলাওয়াত করিলে মোট ৩০টি নেকী পাওয়া যাইবে। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন ঃ এস্থলে হুযূর (দঃ)-এর উদ্দেশ্য এই যে, الٓمٓ শব্দ লিখিতে যে তিনটি হরফ الف، لام، ميم রহিয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া হরফ আছে সুতরাং এই শব্দে সর্বমোট নয়টি হরফ হয়। প্রত্যেক হরফে ১০টি নেকী পাওয়া যাইবে, এই হিসাবে الٓمٓ শব্দটি কেহ পাঠ করিলে তাহার আ'মলনামায় মোট নব্বইটি নেকী লিখিত হইবে। হুযূর (দঃ) প্রত্যেক হরফের নামের প্রথম অক্ষরটির উল্লেখ করিয়া অবশিষ্ট ছয়টি অক্ষর ধারণার উপর ত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য কোরআনের মর্ম অনুধাবনপূর্বক পাঠ করার অসংখ্য সওয়াবের তুলনায় ইহা অতি সামান্য। তথাপি ভাবিয়া দেখুন, না বুঝিয়া কোরআনের একটি শব্দ তেলাওয়াত করিলেও নব্বইটি নেকী পাওয়া গেল। অথচ আমাদের খরচ হইল না কিছুই। এই নেকী الٓمٓ বা এই জাতীয় 'হরূফে মুকাততাআত' (অর্থাৎ, কতিপয় সূরার প্রথমে পৃথক

www.BANGLAKITAB.com

পৃথক উচ্চারিত হরফগুলি)-এর সহিত নির্দিষ্ট নহে। হুযূর (দঃ) الٓمٓ শব্দটি কেবল একটি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি শব্দের সওয়াবই এইরূপ। আমরা সূরা-ফাতেহা পড়িতে আরম্ভ করিয়া الحمد শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্র ইহার ৫টি হরফের বিনিময়ে আমাদের আমলনামায় ৫০টি নেকী লিখিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, আমরা এই সওয়াব পাওয়াকে কোন লাভ বলিয়া মনে করি না। অবশ্য মৃত্যুর পরে আমরা ইহার মূল্য বুঝিতে পারিব। কিন্তু তখন বুঝিলেও কোন উপকারে আসিবে না।

ইহার অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন, দুই জন লোক মক্কা শরীফ গমনের অভিলাষ করিয়াছে এবং ইহা জানা কথা যে, মক্কা শরীফে তাম্র মুদ্রা অচল। অতএব, তাহাদের একজন নিজ তহ-বিলের তাম্র মুদ্রাগুলির বিনিময়ে তথাকার প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা খরিদ করিয়া লইল। মক্কার অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অপর লোকটি জানে না যে, মক্কা শরীফে কিরূপ মুদ্রার প্রয়োজন। কাজেই সঙ্গীর মুদ্রা পরিবর্তনের ব্যাপার দেখিয়া সে হাসিতে লাগিল এবং তাহাকে বোকা মনে করিয়া বলিতে লাগিলঃ "তাম্র মুদ্রা যখন এদেশে চলে তখন উহা মক্কা শরীফেও চলিবে"। সে শুধু তাম্র মুদ্রাই টেঁকে বাঁধিয়া সফরে যাত্রা করিল। মক্কা হইতে প্রত্যাগত এবং তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন তৃতীয় ব্যক্তি ইহাদের কাণ্ড দেখিয়া নিশ্চয়ই এরূপ মন্তব্য করিবে যে, প্রথম ব্যক্তি আদৌ বোকা নহে; সে বুদ্ধিমান। দ্বিতীয় ব্যক্তিই বোকা। সে যে দেশে যাত্রা করিয়াছে তথাকার নিয়ম-প্রণালী কিরূপ, সে তাহার কিছুই জানে না। তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যাত্রীদ্বয় মক্কা শরীফ যাইয়া পৌঁছিল। এখন ইহাদের অবস্থার তারতম্য ও প্রভেদ দেখা যাইতে লাগিল। যে ব্যক্তি মক্কায় প্রচলিত মুদ্রা সঙ্গে আনিয়াছে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দোকানে যায় এবং নির্বিঘ্নে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করিয়া লইয়া আসে। আর যাহার টেঁকে কেবল তাম্র মুদ্রা, সে ঐ অচল মুদ্রার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিতে না পারিয়া অপরের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে এবং নিজের বোকামির জন্য ক্রন্দন ও পরিতাপ করিতে থাকে, "হায়! যাত্রাকালে বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শে কর্ণপাত করি নাই। এখন সত্যই দেখিতেছি, এই তাম্র মুদ্রা এখানে সম্পূর্ণ অকেজো। আমি এখন খাদ্যদ্রব্য কেমন করিয়া ক্রয় করিব? পানি কিসের দ্বারা খরিদ করিব? এখানে আমার দিনগুলি কিরূপে অতিবাহিত হইবে?"

অনুরূপভাবে ইহজগতে আমরা যে নেকী অর্জন করিয়া থাকি, ইহার মূল্য আমরা আখেরাতে যাইয়া বুঝিতে পারিব। কেননা, এই নেকীই হইবে আখেরাতের চলতি মুদ্রা। সেখানে আপনাদের এ সমস্ত তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা কোন কাজেই আসিবে না। সকলকেই পরজগতে যাইতে হইবে, কোন মুসলমানেরই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। যখন কিয়ামতের বাজার বসিবে, সেখানেও দুই প্রকারের লোক থাকিবে। এক প্রকারের লোক তথাকার চলতি মুদ্রা অর্থাৎ, নেকী থলি বোঝাই করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে, তাহারা নির্বিঘ্নে সর্বপ্রকারের সুখ-শান্তি উপভোগ করিতে থাকিবে। আর এক প্রকারের লোক, যাহারা নিজেদের অসতর্কতা ও অনভিজ্ঞতার দরুন ইহজীবনে পরলোকের কথা ভুলিয়া রহিয়াছিল এবং এই কারণে পরকালের সম্বলস্বরূপ কোন নেকী সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। তাহাদের অবস্থা হইবে এইরূপ—

کہ بازار چند انکہ آگندہ تر ـ تہی دست را دل پراگندہ تر

"বাজারের দোকানসমূহে যত অধিক পরিমাণে পণ্য-দ্রব্যাদি সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকিবে, উহা দেখিয়া রিক্তহস্ত নিঃস্ব ব্যক্তির হৃদয় তত অধিক পরিমাণে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইবে। সেদিন

www.BANGLAKITAB.com

আপনারা ঐসমস্ত লোককে সম্মানের চক্ষে দেখিবেন, যাহাদের সম্বন্ধে আজ এক শ্রেণীর লোক ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলেঃ "মোল্লা-মৌলবীর দল এই নিরীহ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে।" আর আজ নূতন যুগের আলোচ্ছটায় বিমোহিত লোকেরা যেসমস্ত ধর্মভীরু লোককে আহ্মক মনে করিয়া থাকে, তাঁহারাই পরলোকে জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপাদিত এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবেন। তাঁহাদের সফলতা ও উচ্চ মর্যাদা দেখিয়া সেই ব্যঙ্গোক্তিকারীদের তাক লাগিয়া যাইবে এবং বলিতে থাকিবে; "হায়! পৃথিবীতে যাঁহাদিগকে আমরা নিতান্ত হীন ও নীচ মনে করিতাম, আজ দেখিতেছি তাঁহারাই তো জাঁকজমকের অধিকারী। পক্ষান্তরে আমরা আজ তাঁহাদের সম্মুখে হীন ও অপদস্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি।

আমলের গুরুত্বঃ বন্ধুগণ! শেষ বিচারের দিনে নেক আমল ছাড়া আর কোনকিছুই কাজে আসিবে না। এমন ভরসা কখনও মনে স্থান দিবেন না যে, আমার পিতা-মাতা অতিশয় নেক্কার ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আমরাও ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া নিব। (পরলোকে তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের কিছু না কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন।) বস্তুত পরলোকে কেহ কাহারও কোন কাজে অসিবে না।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত আছেঃ শেষ বিচারের দিন এক ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের পরিমাণ সমান হইবে। সেদিনের বিচার-প্রণালী হইল, যাহার নেকীর পরিমাণ অধিক সে বেহেশ্তী, যাহার পাপের পরিমাণ বেশী সে দোযখী। আর যে ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের পরিমাণ সমান সমান, তাহাকে কিছুদিন বেহেশ্ত এবং দোযখের মধ্যবর্তী আরাফ নামক স্থানে রাখা হইবে। এই প্রণালী অনুসারে তাহাকে বলা হইবে, "তুমি কাহারও নিকট হইতে একটিমাত্র নেকী সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলে বেহেশ্তে যাইতে পার। ইহাতে সে আনন্দিত হইয়া মনে মনে বলিবে, আমার পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্র রহিয়াছে এবং বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রহিয়াছে। এত হিতকাঙ্ক্ষী আপনজনের নিকট হইতে একটিমাত্র নেকী প্রাপ্ত হওয়া এমন কি কঠিন হইবে? তৎক্ষণাৎ সে নেকীর তালাশে গমন করিবে। পিতার নিকট যাইয়া নিজের অবস্থা ব্যক্ত করিয়া বলিবেঃ বাবা! আমি একটিমাত্র নেকীর জন্য বেহেশ্তে যাইতে পারিতেছি না। আপনি আমার জন্মদাতা পিতা; আমার এই সঙ্কটাবস্থার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে একটি নেকী দান করুন। তিনি পরিষ্কার জবাব দিবেন যে, এখানে আমার নিজের জীবন নিয়া নিজেই অস্থির, তোমাকে কেমন করিয়া নেকী দান করিব? মাতা, অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রী, কলিজার টুক্রা সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতেও একই জবাব পাইবে। পরিশেষে নিরাশ হইয়া ফিরিবার পথে এক হৃদয়বান দানশীল ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহার আমলনামায় একটিমাত্র নেকী থাকিবে। আগন্তুক লোকটিকে পেরেশান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, ব্যাপার কি? এত বিষণ্ণ হইয়াছ কেন? সে জবাব দিবে, "আমার দুঃখের প্রতিকার সম্ভব হইলে প্রকাশ করিতাম; কিন্তু ইহার প্রতিকার কাহারও দ্বারা সম্ভব হইবে না। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় অস্থির। অতএব, আমার দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া কি লাভ হইবে? মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবই যখন নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন তুমি আমার দুঃখের কি প্রতিকার করিবে?" সে বলিবে, "একবার বল না শুনি, হয়তো আমার দ্বারা কোন উপকার হইতেও পারে।" বহু কথাবার্তার পর অবশেষে লোকটি তাহার অবস্থা বর্ণনা করিবে, "আমি শুধু একটিমাত্র নেকীর মুখাপেক্ষী।" দাতা ব্যক্তি জবাব দিবে, আমার তহবিলে মোটে একটিমাত্র নেকীই আছে। উহা আমার কোনই কাজে আসিবে না। কেননা, আমার পাপের

www.BANGLAKITAB.com

পরিমাণ অনেক বেশী, আমার তো দোযখে যাইতেই হইবে। এই একটি নেকী থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই কি? এই নেকী তুমি লইয়া যাও, তোমার নাজাত হউক। লোকটি বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিবে, ইয়া আল্লাহ্? ইনি কেমন আশ্চর্য দানশীল, এমন নির্ভীকভাবে নিজের নেকী অপরকে বিলাইয়া দিলেন। বন্ধুগণ! সেই মহাবিচারের দিনে ইহলোকের হৃদয়বান দাতাগণই মানুষের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিবেন। তখন মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন কোনই উপকারে আসিবে না। পরিশেষে লোকটি তাঁহার নিকট হইতে সেই একটিমাত্র নেকী লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করিবে। ফলে তাহার নেকীর পরিমাণ অধিক হইবে এবং পূর্বোক্ত বিচার -প্রণালী অনুযায়ী তাহাকে নাজাত দেওয়া হইবে।

অতঃপর সেই দানশীল ব্যক্তিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুই ইহা কি করিলে? নিজের নেকী অপরকে দিয়া ফেলিলে? তোর কি নিজের পরিত্রাণের চিন্তা নাই? সে ব্যক্তি আরয করিবেঃ ইয়া আল্লাহ্! আমার একটিমাত্র নেকী ছিল। এমতাবস্থায় বিচার-প্রণালী অনুসারে আমার ভাগ্যে দোযখ অনিবার্য, এই একটিমাত্র নেকী আমার কোন উপকারে আসিবে না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমার এত পাপ সত্ত্বেও দয়া করিয়া আমাকে মাফ করিয়া দেন তাহা স্বতন্ত্র কথা।

কিন্তু আমার পরিত্রাণ যখন শুধু আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার উপর নির্ভরশীল। আমার আমলের বিনিময়ে আমি ক্ষমা বা পরিত্রাণ পাওয়ার উপযুক্ত নই, তবে এই বেচারাকে নিরাশ করি কেন? অতএব, আমি আমার নেকীটি এই মুসলমান ভাইকে দান করিয়াছি। ইহাতে সে নাজাত পাইবে। আমার ব্যাপার আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের উপর ন্যস্ত করিলাম। ফলে সেই লোকটি উক্ত দানের কারণে মুক্তি পাইবে। বন্ধুগণ! সেই মহাবিচারকের দরবার বড়ই বৈচিত্র্যময়। সেখানে অতি সামান্য সামান্য কথায় পরিত্রাণ লাভ হয়।

হাদীস শরীফে আরও এক ব্যক্তির ঘটনা এইরূপ উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তির আমলনামায় কোনই নেকী ছিল না। কেবলমাত্র একদিন লোক চলাচলের রাস্তা হইতে কাঁটা সরাইয়া দিয়াছিল। বলাবাহুল্য, ইহা অতি সামান্য কাজ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই তুচ্ছ কার্যটিরও মূল্য হইল এবং ইহার বদৌলতে তাহাকে ক্ষমা করিয়া বেহেশ্‌ত দেওয়া হইল।

বন্ধুগণ! নেকীর কাজ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, কখনও তুচ্ছ এবং সামান্য মনে করিবেন না। কোন কোন সময় অতি সামান্য আমলও কবূল হইয়া যায়, আবার যেসমস্ত বড় বড় কাজ করিয়া মানুষ মনে মনে গর্ব অনুভব করে, তাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

এক বুযুর্গ লোকের ঘটনা—তাঁহার এন্তেকালের পর অপর একজন বুযুর্গ লোক কাশ্‌ফের সাহায্যে অথবা স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত পরলোকগত বুযুর্গ ব্যক্তির সওয়াল-জবাব হইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "আমার জন্য কি আমল সঙ্গে আনিয়াছ?" তিনি উত্তর করিলেন, "আর তো কোন আমল আনিতে পারি নাই, কেবল 'তাওহীদ লইয়া আসিয়াছি"। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ "তুমি মিথ্যাবাদী, তোমার তাওহীদও ঠিক নহে, দুধের রাত্রি স্মরণ করিয়া দেখ।" দুধের রাত্রির ব্যাপার এই ছিল যে, এক রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিয়া তাঁহার পেটে ব্যথা হইয়াছিল। তখন তিনি কাহারও নিকট বলিয়াছিলেন যে, দুগ্ধ হইতে পেট বেদনার উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব, আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে শুধাইয়া বলিলেন, তুমি দুগ্ধকেই ক্রিয়াকারক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছ। অথচ যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের কারক আমি। ইহা কিরূপ তাওহীদ? যখন তাঁহার মূলবস্তু তাওহীদই ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন বুযুর্গ লোকটি অত্যন্ত

www.BANGLAKITAB.com

পেরেশান হইয়া পড়িলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে বলিলেনঃ তোমার কথা অনুযায়ী তুমি এখন দোযখের উপযোগী হইয়াছ। কেননা, তুমি স্বীকার করিয়াছ যে, তোমার মাত্র একটি নেকীই আছে। তাহাও ভুল সাব্যস্ত হইল। এখন তুমি দেখ, আমি কিসের উছিলায় তোমাকে মাফ করিয়া দিতেছি। কোন এক শীতের রাত্রিতে একটি বিড়াল ছানাকে প্রচণ্ড শীতে কাঁপিতে দেখিয়া উহার প্রতি তোমার দয়া হইলে তুমি একখানা লেপ আনিয়া উহার গায়ের উপর দিয়াছিলে। বিড়াল ছানাটি তোমার জন্য দো'আ করিলে আমি তাহা কবুল করিয়াছিলাম। সেই দো'আর বদৌলতেই আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। অতি নগণ্য হইলেও ইহা একটি আমল ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা আমল ব্যতীত শুধু বাহ্যিক ছুরত দেখিয়াই ক্ষমা করিয়া দেন।

ইমাম বোখারীর ওস্তাদ কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্নে আকসামের এন্তেকালের পর কোন এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইল, তিরস্কার ও ধমকের সহিত তাঁহাকে সওয়াল করা হইতেছে, তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তিরস্কার শেষ হইলে তিনি আরয করিলেনঃ আমি হাদীস শরীফে পড়িয়াছি, إِنَّ اللهَ يَسْتَحْيِيْ مِنْ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ "আল্লাহ্ তা'আলা বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখিয়া লজ্জা বোধ করেন এবং ক্ষমা করিয়া দেন।" কিন্তু এখানে তো ব্যাপার বিপরীত দেখিতেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ যদিও কোন নেক আমল নাই, তথাপি তোমার বার্ধক্যের প্রতি সদয় হইয়া তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমার রাসূল ঠিকই বলিয়াছেন। বাস্তবিক, বৃদ্ধ মুসলমানের প্রতি আমার দয়া হয়। এই কথাটিই শেখ সাদী কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

دلم میدهد وقت وقت ایں امید ـ که حق شرم دارد زموئے سفید

"সময় সময় আমার মনে এই আশা উদিত হয় যে, খোদা, সাদা চুলওয়ালা লোক দেখিয়া লজ্জা বোধ করেন, অর্থাৎ, তিনি বার্ধক্যকে মর্যাদা দিয়া থাকেন।"

ইহা অপেক্ষা আরও অধিক বিচিত্র একটি ঘটনা শুনুন, কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্নে আকসাম তো প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধ লোক ছিলেন বলিয়া ক্ষমার পাত্র বিবেচিত হইলেন। এক রসিক যুবক মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইলে নিজের পরিণাম ভাবিয়া অতিশয় ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। কারণ, সে জীবনে কোন নেক আমল করে নাই। সে ওসিয়ত করিল, মৃত্যুর পর আমার গোসল, কাফন সমাপ্ত হইলে তোমরা আমার দাড়িতে কিছু আটা মাখাইয়া দিও, উত্তরাধিকারীগণ তাহাই করিল। কিছুকাল পরে কেহ স্বপ্নে দেখিতে পাইল, তাহার সওয়াল-জবাব হইতেছেঃ "তুমি এমন ওসিয়ত কেন করিয়াছিলে?" সে আরয করিলঃ "ইয়া আল্লাহ্! আমার নেক আমল বলিতে কিছুই ছিল না। কাজেই আমার পরিণাম চিন্তা করিয়া আমি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমি শুনিয়াছিলাম—হাদীসে নাকি বর্ণিত আছে; আল্লাহ্ তা'আলা বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখিয়া লজ্জিত হন এবং ক্ষমা করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বৃদ্ধও ছিলাম না, বার্ধক্য প্রাপ্ত হওয়া আমার এখ্তিয়ারেও ছিল না, সুতরাং আমি ওসিয়ত করিলাম যে, "আমার দাড়িতে আটা মাখিয়া অন্তত বৃদ্ধের চেহারা বানাইয়া দিও।" এতটুকু ক্ষুদ্র ব্যাপারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। কোন কবি সত্যই বলিয়াছেনঃ ع رحمت حق بهانه می جوید "আল্লাহ্র মেহেরবানী বাহানার সন্ধানে থাকে।"

www.BANGLAKITAB.com

উল্লিখিত ঘটনাগুলি দীপ্ত হৃদয় আহ্‌লে-কাশ্‌ফ্ বুযুর্গ লোক কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বুযুর্গানে দ্বীনের কাশ্‌ফ কিংবা স্বপ্ন শরীঅতের নির্ভরযোগ্য দলিল হইতে পারে না। কিন্তু এই কাশ্‌ফসমূহের মূল হাদীস শরীফেও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, চলাচলের পথ হইতে কাঁটা সরাইয়া ফেলার ফলে এক ব্যক্তিকে নাজাত দেওয়া হইয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপারের মূল যখন হাদীসে পাওয়া যায়, তখন ইহার পোষকতার জন্য কাশ্‌ফের ঘটনা বিবৃত করা অসঙ্গত হয় নাই। কাশ্‌ফ বা স্বপ্নের ঘটনাসমূহের বিধান এই যে, কোরআন ও হাদীসের অনুকূল হইলে গ্রহণযোগ্য অন্যথায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

(এই পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া হযরত মাওলানা থানবী [রঃ] নিজেই জুমার নামায পড়াইলেন এবং নামায শেষে মিম্বরে উপবেশনপূর্বক ওয়ায আরম্ভ করিয়া বলেনঃ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ

আমি বলিতেছিলাম, পরলোকে আমাদের নিকট নেকীর মূল্য হইবে। কেননা, ইহা আখেরাত -এরই মুদ্রা, তথায়ই ইহার উপকারিতা জানিতে পারিবে। ইহলোকে নেকীর বিনিময়ে কোন টাকা-পয়সা লাভ করা যায় না। সুতরাং মানুষ নেকীর মূল্য বুঝিতে পারে না। মৃত্যুর পর-মুহূর্তেই সকলে ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবে। একটু পূর্বেই আমি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, অতি ক্ষুদ্র নেকীও পরলোকে বিশেষ কাজে আসিবে, অথচ সামান্য নেকীকে ইহলোকে আমরা কোনই মূল্য দিতেছি না।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, না বুঝিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলেও বিফল হইবে না। কেননা, উহার প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নেকী পাওয়া যাইবে। তবে এমন কাজ বিফল কেমন করিয়া হইতে পারে? কিন্তু একথার উদ্দেশ্য এই নহে যে, শুধু তেলাওয়াত করাই যথেষ্ট—অর্থ বুঝার প্রয়োজন নাই। অন্যথায় হাফেয ছাহেবগণ আনন্দিত হইয়া যাইতেন যে, আমাদের মর্যাদা আলেম ছাহেবদের চেয়ে অধিক, কিন্তু এরূপ ধারণা ঠিক নহে। কেননা, কোরআনের শব্দগুলি তেলাওয়াতে এত সওয়াব পাওয়া গেলেও ইহা অতি প্রকাশ্য কথা যে, শুধু শব্দগুলি তেলাওয়াত করিয়া সওয়াব হাসিলের জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয় নাই; বরং উহার মর্ম অবগত হইয়া তদনুযায়ী আমল করাই প্রধান উদ্দেশ্য। এই বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, কোরআনের মর্ম অনুধাবনের জন্য উহাতে গভীর মনোনিবেশ না করা পর্যন্ত শুধু তরজমা পাঠ করা যথেষ্ট নহে। কেননা, মর্ম অনুধাবন করার উপরই কোরআন অবতারণের মূল উদ্দেশ্য—'আমল' নির্ভর করে।

অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতগুলিও যদি কর্ণে প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু উহাদের মর্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ না করা পর্যন্ত এই শ্রবণের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই। কোরআনের তরজমা কাফেরেরাও বুঝিত এবং আমাদের চেয়ে অধিক বুঝিত; কিন্তু তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই। কেননা, তাহারা মর্ম অনুধাবনে আদৌ মনোযোগ দেয় নাই। ফলত তাহাদের মনে

www.BANGLAKITAB.com

আমলের প্রেরণাও উদিত হয় নাই। আলোচ্য আয়াতগুলি এ যাবৎ কেবল ভাসাভাসা ভাবেই শ্রবণ করা হইয়াছিল। সুতরাং বিষয়টি গুরুত্বের সহিত পুনরায় এই জন্য বর্ণনা করিতেছি, যেন উহার মর্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ করা হয় এবং তদনুযায়ী আমল করিতে চেষ্টা করা হয়।

নিয়তের ফলঃ আমার পঠিত আয়াতগুলিতে একটি অতি মহৎ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, যদিও তাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হয়। এখানে নিয়ত বা কামনাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সহিত সংযুক্ত করার ফল ব্যক্ত করা হইয়াছে। দুনিয়ার কামনা করিলে তাহার পরিণতি কি হইবে এবং আখেরাত কামনা করিলে তাহার ফল কি হইবে—আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাহা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলকথা, এই আয়াতগুলির মধ্যে নিয়ত বা কামনার উল্লেখ রহিয়াছে। এ কথা নির্দিষ্টরূপে বুঝিবার পর আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, বিষয়টি কত বড় গুরুত্বপূর্ণ! অথচ আমরা উহাকে নিতান্ত মামুলি ও সাধারণ পর্যায়ে স্থান দিয়া রাখিয়াছি। এই মামুলি জিনিসটিকে ঘড়ির হেয়ার স্প্রিং-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঘড়ির এই ক্ষুদ্র অংশটি দেখিতে নিতান্ত সামান্য হইলেও ইহার উপরই ঘড়ি চলা নির্ভর করে। নিয়ত বা কামনা আমাদের মধ্যে একটি অদৃশ্য পদার্থ বলিয়া আমাদের নিকট উহার কোন গুরুত্ব নাই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে খেয়াল ও আকাঙ্ক্ষা এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যাহা বর্জন করাতে আমাদের যাবতীয় অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে ইহার বদৌলতে অনেক 'ওলীআল্লাহ্' এ সঠিক অবস্থা ও মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বন্ধুগণ! নিয়ত অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ইহাকে কখনও সামান্য মনে করিবেন না। দুনিয়ার যাবতীয় কার্যও ইহারই প্রভাবে চলিতেছে। মানবজাতির মধ্যে এই নিয়ত একটি মহাশক্তি। একটি দৃষ্টান্ত হইতে বিষয়টি আপনারা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিবেন।

মনে করুন, এক প্রচণ্ড শীতের রাত্রে বৃষ্টি বর্ষিতেছে এবং ঝড়ো হাওয়ার কারণে শীতের মাত্রাও অত্যধিক। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি ঘরে বসিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এদিকে তীব্র পিপাসায় তাহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের কারণে বাহিরে যাইতে সাহস পাইতেছে না। এমন সময় শাসনকর্তার তরফ হইতে তাহার নিকট এই মর্মে এক আদেশনামা আসিয়া পৌঁছিল যে, শহর হইতে বহু দূরবর্তী অমুক স্থানে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। চিন্তা করুন, এই ব্যক্তি প্রচণ্ড শীতের দরুন তীব্র পিপাসা সত্ত্বেও পানির জন্য ঘরের বাহির হইতে সাহস পাইতেছিল না। আর এখন হঠাৎ তাহার মধ্যে এমন কোন্ প্রেরণা (আসিল, যদ্দরুন) তাহাকে ঘর হইতে আঙ্গিনায়, আঙ্গিনা হইতে বাহিরে এবং তথা হইতে শহরের বাহিরে কয়েক মাইল দূরবর্তী স্থানে এই দারুণ বৃষ্টি ও প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করিয়া লইয়া যায়। ইহা একমাত্র নিয়ত বা ইচ্ছাশক্তি ছাড়া কিছুই নহে। এতক্ষণ কোন শক্তিশালী প্রেরণার অভাবে তাহার ভিতর ইচ্ছা বা নিয়তের উৎপত্তি হয় নাই। এখন শাসনকর্তার আদেশ তাহার হৃদয়ে আশঙ্কা বা আগ্রহ উৎপন্ন করিয়াছে। আর এই শক্তিশালী প্রেরণাই তাহার ইচ্ছাশক্তিতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং সে কম্বল জড়াইয়া সমস্ত বিপদ ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করিয়া শাসনকর্তার নির্দেশিত স্থানে যাইয়া পৌঁছিতে বাধ্য হইয়াছে।

নিয়ত বা ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা উপলব্ধি করার পর জানা অবশ্যক যে, মূলত ইহা ভালও নহে, মন্দও নহে। ঈপ্সিত দ্রব্যের ভাল-মন্দের উপর ইচ্ছা বা নিয়তের ভাল- মন্দ নির্ভর করে। ভাল কাজের ইচ্ছা করিলে ইচ্ছা ভাল, আর মন্দ কাজের ইচ্ছা করিলে ইচ্ছাও মন্দ। ভাল কাজের ইচ্ছা করিলে কাজ সম্পন্ন না হইলেও সওয়াব পাওয়া যাইবে, আর মন্দ কাজের ইচ্ছা করিলে তাহা

www.BANGLAKITAB.com

যদি দৃঢ় হয়, তবে গোনাহ্ লেখা যাইবে। এই বর্ণনা হইতেও নিয়তের গুরুত্ব প্রতীয়মান হইতেছে। কেননা, নিয়ত ভিন্ন কোন কাজের সওয়াব বা আযাব বর্তে না। পক্ষান্তরে নিয়তের উপর কার্য সম্পন্ন না হইলেও আযাব বা সওয়াব লেখা যায়। নিয়ত ব্যতীত ভুল-চুকে কোন পাপ কার্য হইয়া গেলে তাহা ক্ষমার্হ। আল্লাহ্ তা'আলা এই মর্মে বান্দাগণকে দো'আ শিক্ষা দিয়া বলিতেছেনঃ

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا "হে আমাদের প্রভু! ভুলে-চুকে আমাদের দ্বারা কোন পাপ কার্য বা খাতা-কসুর হইয়া গেলে তজ্জন্য আমাদিগকে দায়ী করিবেন না।" হাদীস শরীফে আছে, সূরা-বাকারার শেষভাগে উল্লিখিত দো'আগুলি আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিয়াছেন। অর্থাৎ, ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে দণ্ডিত করিবেন না। অপর হাদীসে বিষয়টি আরও পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছেঃ رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَآءُ وَالنِّسْيَانُ "আমার উম্মত -এর ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" ইহা সকলেই জানেন যে, কোন কোন এবাদতে নিয়ত ব্যতীত আমল কবূলই হয় না। যেমন, নিয়ত ব্যতীত নামায্ শুদ্ধ হয় না। নিয়তের অপর নাম ইচ্ছা বা কামনা। ইচ্ছা ব্যতীত কোন ব্যক্তি সারাদিনব্যাপিয়া নামায পড়িলেও তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। পক্ষান্তরে নিয়তের সহিত দুই রাক'আত নামায পড়িলেও তাহা শুদ্ধ এবং কবূল হইবে। এই নিয়তের বা ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতেই শরীঅত ইচ্ছাকৃত খুন এবং অনিচ্ছাকৃত খুনের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক খুন করিলে তাহাতে পাপও অতি গুরুতর; এমন কি, কোন কোন ছাহাবীর মতে তওবা করিলেও তাহা মাফ হইবে না। অবশ্য অধিকাংশ ছাহাবায়ে কেরাম এই মত খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইচ্ছাপূর্বক খুন করিলে খুনী ব্যক্তির শাস্তি 'কেছাছ' তথা মৃত্যুদণ্ড অবধারিত হয়। অর্থাৎ, খুনের দায়ে খুনীকে হত্যা করিয়া ফেলিতে হয়। পক্ষান্তরে ভুলে-চুকে অনিচ্ছাক্রমে খুন হইয়া গেলে; যেমন, শিকারের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরে কোন মানুষ নিহত হইলে তাহাতে গোনাহ্ তো হয়ই না, কেছাছও লাগে না। কেবলমাত্র মৃত্যুপণ দিতে হয়। আবার এই নিয়তের গুরুত্বের কারণেই কোন পাপ কার্যের প্রতি দৃঢ় সংকল্প হইয়া গেলে তাহাতে গোনাহ্ লেখা যায়। পক্ষান্তরে নিয়ত বা এরাদা ভিন্ন ভুলে-চুকে পাপ কার্য হইয়া গেলে তাহাতে কোন গোনাহ্ হয় না, উহা ক্ষমার্হ। ইহার রহস্য এই যে, ইচ্ছাই উক্ত পাপ কার্যের প্রধান কারণ। সুতরাং এস্থলে কারণকে কৃতের স্থানে গণ্য করা হইয়াছে। মনে করুন, বিষ পান করিলে সাধারণত মৃত্যু ঘটে, যদি কেহ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে এক তোলা পরিমাণ বিষ পান করে; অতঃপর জোলাব কিংবা বমির সাহায্যে তাহার জীবন রক্ষা পাইলেও সে আত্মহত্যার পাপে পাপী হইয়াছে। কেননা, সে স্বীয় প্রাণ বিনাশের কোন চেষ্টাই বাকী রাখে নাই। চেষ্টা সম্পন্ন করার পর দৈবাৎক্রমে তাহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। এইরূপে কোন ব্যক্তি পাপ কার্যের দৃঢ় সংকল্প করিলে পাপ কার্য সম্পাদনে তাহার করণীয় কার্য শেষ করিয়াছে। কেননা, মানুষ কোন কাজের দৃঢ় সংকল্প করিলে উক্ত কাজ সম্পন্ন হইয়া যাওয়া আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতি। দৈবাৎ কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটা অতি বিরল, তাহা ধর্তব্য নহে। কাজেই সংকল্প দৃঢ় হইয়া গেলে মানুষ এমন কারণ সম্পন্ন করিয়া ফেলিল, যাহাতে প্রায়শ কার্য সংঘটিত হইয়া যায়। এই কারণেই পাপী হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে নেক্ কাজের সংকল্প করিলে সওয়াবের অধিকারী হয়। কেননা, সংকল্পকারী কর্ম সম্পাদনকারী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এখন আপনারা নিশ্চয় বুঝিতে

www.BANGLAKITAB.com

পারিয়াছেন যে, নিয়ত বা সংকল্প কেমন গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। ইহা কার্য সম্পন্ন হওয়ার প্রধান কারণ। ইহার পরে কার্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংঘটিত হইয়া যায়। কাজেই শরীঅত কার্যের সংকল্পকে কার্যের সমতুল্য বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

সাহস ও শক্তি ঃ আজকাল মুসলমানদের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের যথেষ্ট অভাব দেখা যাইতেছে। লোকে প্রায়ই বলিয়া থাকে, অমুক কার্যটি করিতে আমি খুবই ইচ্ছুক ছিলাম; কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তাহারা উক্ত কাজের ইচ্ছাই করে নাই। কেবল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল মাত্র। কোন সাধ্যায়ত্ত কার্যের ইচ্ছা করিয়া প্রতিনিয়ত উহার ধ্যানে থাকিয়া নিজের সর্বপ্রকারের চেষ্টা উহাতে নিয়োজিত করার নাম এরাদা বা দৃঢ় সংকল্প। ইহার পর কেহ বলুক দেখি যে, কাজ হয় নাই। এরূপ দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রবল চেষ্টার পরেও যদি কাজ সম্পন্ন না হয়, তবে দুনিয়ার কাজ চলিবে কেমন করিয়া? সুতরাং কেহ যদি বলে, আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু কাজটি হইল না, আমি তাহা কখনও স্বীকার করিব না; বরং তাহাকে বলিব, তুমি সাধারণভাবে আশা করিয়াছিলে মাত্র, দৃঢ় সংকল্প কর নাই।

এক বৃদ্ধ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। সে এখন পর্যন্ত কু-দৃষ্টি ত্যাগ করিতে পারে নাই। আজকাল লোকে মনে করিয়া থাকে, যৌবনকালে পাপের লিপ্সা না ছুটিলেও বার্ধক্যে উপনীত হইলে ছুটিয়া যাইবে, কিন্তু আমি যথার্থ বলিতেছি, যে পাপের মোহ যৌবনে ছুটে না, তাহা বার্ধক্যেও কোনদিন ছুটিবে না। এই মর্মেই হযরত শেখ সা'দী (রঃ) বলিয়াছেন ঃ

درختے که اکنو گرفت ست پائے - به نیروئے شخصے برآید زجائے
اگر همچناں روزگارے هلی - به گر دونش از بیخ بر نگسلی

"যে চারাগাছ সবেমাত্র মাটিতে শিকড় গাড়িয়াছে, তাহাকে একজন লোকই অনায়াসে উপড়াইয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু উহাকে এই অবস্থায় কিছুকাল থাকিতে দিলে পরে উহাকে কাণ্ড ধরিয়া উৎপাটন করা সম্ভব হইবে না।"

সুতরাং যৌবনকালে যখন যুবকদের হৃদয়ে পাপের মূল ভাল করিয়া গজাইতে পারে নাই, তখন যদি উহাকে ত্যাগ করা না হয়, বার্ধক্যে উক্ত পাপের মূল সুদৃঢ় হইয়া যাইবে এবং চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে, তখন উহা ত্যাগ করা মোটেই সম্ভব হইবে না। এতদ্ভিন্ন আরও একটি অভিজ্ঞতার কথা এই যে, যুবকদের পবিত্রতা শক্তি দৃঢ় থাকে। কেননা, যৌবনে কামোত্তেজনা যেমন তীব্র হয়, তদ্রূপ উহা দমনের শক্তিও প্রবল থাকে। পক্ষান্তরে বার্ধক্যে উত্তেজনা হ্রাস পায় না, অধিকন্তু (এই উত্তেজনা) দমনের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে—যদিও সে কিছু করিতে না পারে; তখন আর কিছু না হইলেও কু-দৃষ্টিতে তো সে লিপ্ত থাকিবেই। বিশেষত বৃদ্ধ বলিয়া মেয়েরা তাহাদের দৃষ্টি হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করে না এবং পর্দাও করে না। এমতাবস্থায় সে জঘন্য পাপ করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা নিশ্চয়ই উদিত হয়। আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ইচ্ছার উপরই পাপ। যখন কোন ব্যক্তি পাপ কার্যের দৃঢ় সংকল্প করিয়া কর্মশক্তির অভাবে তাহার সংকল্প পূর্ণ করিতে অক্ষম হয়, তখন তাহার আমলনামায় গোনাহ্ লিখিত হয়। ফলকথা, উক্ত বৃদ্ধ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া এই বদভ্যাস দূরীকরণের নিমিত্ত কোন সহজ তদ্‌বীর প্রার্থনা করিল, যাহাতে সে উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। আমি বলিলাম ঃ "উপায়ের সাথে সহজ হওয়ার শর্তের কারণে তো ইহার ধারা অন্তহীনভাবে চলিতেই থাকিবে।

www.BANGLAKITAB.com

আমি এক উপায় বলিয়া দিব, কিন্তু আপনি কাল আসিয়া বলিবেন, আরও সহজ, পরের দিন বলিবেন, আরও সহজ; এভাবে আপনার রোগের চিকিৎসা হইবে না। আপনি সহজের চিন্তা পরিহার করুন। দৃঢ় সংকল্প ব্যতীত ইহার কোন চিকিৎসা নাই। একবার দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, যত কষ্টই হউক না কেন, দৃষ্টি কখনও উপরের দিকে উঠাইব না। কদাচিৎ দৃষ্টি উপরের দিকে উঠিলেও তৎক্ষণাৎ নিম্নমুখী করিয়া ফেলুন। এই উপায়ে আপনার বদভ্যাস 'ইন্‌শাআল্লাহ্' দূরীভূত হইবেই। এই উপায় ব্যতীত দূর হওয়া সম্ভব নহে।" সে বলিলঃ "এই অভ্যাস ত্যাগ করা আমার সাধ্যের বাহিরে; আমি কেমন করিয়া সংকল্প দৃঢ় করিব?" আমি বলিলামঃ আপনি ভুল করিতে-ছেন, আপনি নিশ্চয় এই অভ্যাস ত্যাগ করিতে সক্ষম এবং তাহার সক্ষমতা নিম্নোক্ত দলিল দ্বারা বুঝাইয়া দিলামঃ একদিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ্ পাক কাহারও উপর তাহার শক্তির বাহিরে ভার চাপান না।" আর একদিকে তিনি বলিয়া-ছেনঃ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ "আপনি মুসলমানদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের গুপ্তস্থানের হেফাযত করে।"

এই উভয় আয়াতের সম্মিলিত অর্থে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দৃষ্টি অবনত রাখিতে সক্ষম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখিতে আদেশ করিয়াছেন এবং মানুষের প্রতি তাঁহার কোন নির্দেশই মানব-শক্তির বহির্ভূত হয় না। আমার সম্মুখে তো লোকটি দলিলের বিপরীত অর্থ বাহির করিতে লাগিল। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া সে উক্ত দলিলে গভীরভাবে চিন্তা করার পর আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইল যে, "সত্যই আমি ভুল ধারণায় ছিলাম।" মানুষ সর্ববিধ গোনাহ্‌র কাজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম। অবশ্য প্রথম প্রথম কষ্ট হয়, তাহাও কেবলমাত্র প্রথমবারেই। অতঃপর এই কষ্ট ক্রমশ হ্রাস পাইয়া অবশেষে অভ্যাসে পরিণত হয়।

বন্ধুগণ! ইচ্ছাশক্তি মানবজাতির এমন একটি অমোঘ অস্ত্র, যাহার সাহায্যে সে সমগ্র সৃষ্টজগত -এর উপর জয়ী হইতে পারে। জানিয়া রাখুন, আপনাদের সঙ্গে দুই প্রকারের সেনাদল রহিয়াছে— ফেরেশ্‌তাদের এবং শয়তানদের। এই উভয় সেনাদলের মধ্যে সতত বিরোধিতা রহিয়াছে। ফেরেশ্‌তাদের চেষ্টা আপনাদিগকে পাপ কার্য হইতে রক্ষা করা, আর শয়তানদের চেষ্টা আপনা-দিগকে পাপে জড়িত রাখা। এতদুভয় সেনাদলের জয়-পরাজয়ে আপনাদের সংকল্প যাহাদের অনুকূলে থাকিবে তাহারাই জয় লাভ করিবে। আপনারা কোন পাপ কার্যের সংকল্প করিলে ফেরেশ্‌তার দল পরাজিত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা জয় লাভ করিতে সক্ষম হন না। আবার পাপ কার্য হইতে আত্মরক্ষার সংকল্প করিলে শয়তানের লশকর পরাজিত হইয়া যায়। অতঃপর উহাদের জয়লাভের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। দুঃখের বিষয়, আপনাদের মধ্যে এত বড় শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আপনারা বলিয়া থাকেন—আমরা পাপ কার্য পরিহার করিতে অক্ষম।

পাপের মলিনতাঃ বন্ধুগণ! আপনারা মোটেই অক্ষম নহেন, প্রকৃত কথা এই যে, আপনারা পাপ কার্যকে গুরুতর কিছু মনে করেন না। আপনাদের মনে পাপের পরিণাম সম্বন্ধে কোন ডর-ভয় নাই। পাপ কার্যকে আপনারা অতি তুচ্ছ ও মামুলি বিষয় মনে করিয়া থাকেন। এই কারণে পাপ কার্য ত্যাগ করিবার সংকল্পই আপনাদের মনে কখনও উদয় হয় না। মানুষ যে পাপ কার্যকে বড় মনে করে, কোন বাহানায়ই তাহা করিতে সাহস পায় না। দেখুন, পাপ কার্য বা অপরাধ দুই প্রকার। এক প্রকারের পাপ কার্য আছে যাহা কেবল পবিত্র শরীঅতের বিধানানুযায়ী নিষিদ্ধ। আর

www.BANGLAKITAB.com

এক প্রকারের পাপ কার্য আছে যাহা পার্থিব আইন-কানুন এবং শরীঅতের বিধান উভয় দিক হইতেই নিষিদ্ধ। বলুন তো, আইনত নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধের প্রতি আপনারা কেমন গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন? বলাবাহুল্য, আপনারা কেহই তেমন নিষিদ্ধ কার্য করিতে সাহসী হন না। আপনাদের মধ্যে কেহ ডাকাতি করেন না। শরীফ লোকেরা চুরি করেন না। এমন কি আইনত অপরাধ বলিয়া ভয়ে কেহ রাস্তার ধারে পেশাব পর্যন্ত করে না। বলুন তো; কোন ডাকাত যদি বলে, আমার আয় কম, ব্যয় বেশী, ডাকাতি করা ব্যতীত আমি সংসার চালাইতে পারি না। এই আপত্তি শুনিয়া বিচারক কি তাহার ডাকাতির অপরাধ ক্ষমা করিবেন? তাহাকে কি ডাকাতির শাস্তি দিবেন না? অথচ চোর যদি অনুরূপ ওযর পেশ করে, তবে কি তাহাকে চুরির দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে? কখনই না। বিচারক সোজা বলিবেনঃ আমি এসব শুনিতে চাই না, তুমি আইনবিরোধী কার্য করিয়াছ, তোমাকে দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে।

বন্ধুগণ! যে উত্তর বা ওযর দুনিয়ার বিচারকের সম্মুখে চলে না, তেমন উত্তর সমস্ত বিচারকের বিচারক আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে পেশ করিতে লজ্জা বোধ করা উচিত। আজকাল মানুষকে সুদ বা ঘুষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে নিতান্ত বেপরোয়াভাবে উত্তর দেয়, ভাই কি করিব, বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি। ইহাছাড়া পরিবারের খরচ চালাইতে পারি না। আবার আলেমদিগকে বিরক্ত করিয়া মারে—আমাদের মজবুরীর প্রতি চিন্তা করিয়া দেখুন, আদালতের ন্যায় এ সমস্ত বাজে ওযরের উত্তরে আলেমগণও বলিতে পারেন—খরচ চলুক বা না চলুক তাহা আমরা জানি না, শরীঅত ইহাকে হারাম করিয়া দিয়াছে, ইহা ত্যাগ করিতেই হইবে, অন্যথায় পাপী হইবে, ফাসেক ও জঘন্য পাপী নামে আখ্যায়িত হইবে। আজকাল সুদ ও ঘুষ জায়েয বলিয়া ফতওয়া দিবার জন্য লোক আলেমগণকে চাপ দিয়া থাকে। তাঁহারা ফতওয়া দিলে তাঁহারাও আপনাদের ন্যায় হইয়া যাইবেন; বরং আপনাদের চেয়ে আলেমগণই অধিক শাস্তি ভোগ করিবেন। আচ্ছা, কোন মৌলবী জায়েয বলিলেই কি কোন হারাম কাজ হালাল হইয়া যাইবে? আমি সত্য বলিতেছিঃ সাধারণ মুসলমান, যাহাদের মধ্যে শরীঅতের এতটুকু টান আছে, তাহারা এই প্রকারের মৌলবীর সংস্রবই ত্যাগ করিবে।

বন্ধুগণ! প্রথমতঃ আপনার সংসার খরচ চলে কিনা, আলেমগণ তজ্জন্য যিম্মাদার নহেন। আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ আপনাদিগকে মান্য করিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আপনাদের সংসার খরচ চলে না, এই আপত্তিও ভুল। ব্যয়বাহুল্য কমাইয়া দিলেই সংসার খরচ অনায়াসে চলিতে পারে। গাড়ী বর্জন করুন, চাকর-নওকর কম করুন। অল্প মূল্যের কাপড় পরুন। মোটকথা, হালাল আয় অনুযায়ী ব্যয় করুন, তখন দেখুন সংসার খরচ চলে কিনা। বেহুদা খরচ ছাড়েন না, অথচ বলেন যে, খরচ চলে না; বরং বলিতে পারেন যে, সুদ ও ঘুষ খাওয়া ব্যতীত বিলাসিতা করা যায় না। ইহা আমিও মানি, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ভোগ-বিলাসের পরিচর্যা শরীঅত কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছে। সুতরাং আপনার ভোগ-বিলাসের উপকরণ যোগাইবার দায়িত্ব শরীঅত কেন গ্রহণ করিবে? ইচ্ছা করিলে হালাল রুযী দ্বারাই মানুষ স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ করিতে পারে। অবশ্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে সমাজে একটু হেয় হইতে হয়। এই ধারণাও ভুল। প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগ-বিলাসে বিমুখ মিতব্যয়ী লোককে সমাজ খুবই সম্মানের চোখে দেখিয়া থাকে। দেশের শাসক-শ্রেণীও এরূপ লোককে সম্মান প্রদর্শন করেন। যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, মিতব্যয়িতার সহিত চলিলে লোক চক্ষে হেয় হইতে হয়। কিন্তু তাহা এই মনে করিয়া বরদাশ্‌ত করা উচিত—সুদ

www.BANGLAKITAB.com

ও ঘুষ গ্রহণ করিলে পরলোকে হেয় হইতে হইবে। হাশরের ময়দানের হেয়তার চিন্তা মনে থাকিলে দুনিয়ার হেয়তার প্রতি লক্ষ্যই থাকিবে না। ইহার পরোয়াও করিবেন না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা পরকালের কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি। অন্যথায় এই প্রকার ওযর-আপত্তি কখনও মুখে আসিত না।

বন্ধুগণ! "অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ ব্যতীত সংসার চলে না"—কিছুক্ষণের জন্য আপনাদের এই ওযর মানিয়া লইলেও ইহা তো শুধু সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই চলিতে পারে, যে পাপ কার্য বর্জনে অর্থ সমাগমে বিঘ্ন ঘটে। যেমন, সুদ, ঘুষ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে পাপ কার্য পরিহার করিলে অর্থ সমাগমে কোন ক্ষতি হয় না, যেমন, মিথ্যা, গীবত, অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের প্রতি অত্যাচার, কু-দৃষ্টি প্রভৃতি পাপ কেন পরিত্যাগ করা হয় না? কু-দৃষ্টি দ্বারাও কি অর্থ সমাগম হয়? কু-দৃষ্টি পরিহার করিলে কোন্ আয় কমিয়া যাইবে? তবে এ সমস্ত পাপ কার্য পরিত্যাগ করেন না কেন? এস্থলে কি ওযর পেশ করিবেন? কোন্ অবস্থার চাপে এ সমস্ত পাপ করিতে বাধ্য হইতেছেন? বরং হাদীস শরীফে দেখা যায়, পাপের কারণে রেযেক সংকীর্ণ হইয়া যায়। ইব্‌নে মাজা শরীফে বর্ণিত আছেঃ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَّعْمَلُهَا "বান্দা নিজের কৃত পাপের কারণে রেযেক হইতে বঞ্চিত হয়।" পাপী লোকের মনে শান্তি থাকে না। জীবন বিরক্তিময় হইয়া পড়ে। পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার এবং পানাহারের প্রশস্ততার নাম শান্তি নহে। মনের আনন্দ এবং শান্তিই প্রকৃত শান্তি। পাপীর ভাগ্যে তাহা জোটে না, বিশেষত মুসলমানের। কাফেরের কথা স্বতন্ত্র, সে তো পরকালই বিশ্বাস করে না। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে পাপ কার্য করিয়া থাকে। বস্তুত পাপ কার্যে মুসলমান কোন স্বাদও পায় না। পুনঃ পুনঃ খোদার ভয় মনে জাগরিত হয়। তথাপি সে মনকে আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার ভরসা প্রদান করিয়া ভয়-ভীতিকে দূরে সরাইয়া দেয়। (এই অনিশ্চিত ভরসায় তাহার মনে কোনই শান্তি আসে না।) তাহার অন্তর আশা ও নিরাশার এক নিদারুণ টানা-হেঁচড়ার মধ্যে পতিত হয়। এমতাবস্থায় এই পাপিষ্ঠ পাপের মধ্যে কি স্বাদ পাইবে? তাহার দৃষ্টান্ত হইল—পাপই পাপ, অথচ কোন স্বাদ নাই।

আজকাল লোকে 'আল্লাহ্ গাফুরুর রহীম' কথার অর্থ সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়া থাকে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু হওয়ার অর্থ এই নহে যে, পাপের পরিণামে যে ক্ষতি হয় তাহাও হইবে না। 'গাফুরুর রহীম' অর্থ এরূপ হইলে কেহ সাহস করিয়া বিষ পান করিয়া দেখুক। কেননা, 'গাফুরুর রহীম'-এর অর্থ যদি ইহাই হয় যে, আল্লাহ্ গাফুরুর রহীম বলিয়া অনিষ্টকারী পদার্থের অনিষ্টকারিতা গুণ লোপ পায়, তবে বিষপানে তাহার কোন ক্ষতি না হওয়াই উচিত। অথচ বিষ তাহার ক্রিয়া অবশ্যই করিয়া থাকে।

অতএব, বুঝা গেল যে, 'গাফুরুর রহীম'-এর অর্থ এরূপ নহে। আশ্চর্যের বিষয়, পাপ কার্য সম্বন্ধে মানুষ কেমন করিয়া এরূপ ধারণা করিল যে, উপরোক্ত ভরসা মনে স্থান দিলে পাপ কার্য তাহার কোন ক্ষতি করিবে না।

বন্ধুগণ! পাপ কার্যের দরুন অন্তরে মলিনতা পড়িবেই। এই মলিনতা বিদ্যমান থাকিতে বেহেশ্‌তে যাওয়া দুরূহ। গোনাহের মলিনতা দূর করার একমাত্র উপায় একনিষ্ঠ মনে 'তওবা' করা। বস্তুত এমন দুঃসাহসীদের 'তওবা' করার সৌভাগ্য খুব কমই হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবানী করিয়া তাহাকে তওবার তওফীক না দিলে পরিশেষে এই মলিনতা দূর করিবে দোয-

www.BANGLAKITAB.com

খের আগুন। আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ক্ষমাশীলতার ভরসা যখন দুনিয়াতে কোন অনিষ্টকর পদার্থের অনিষ্টকারিতা দূর করে না, এমতাবস্থায় উক্ত ভরসা পরকালে পাপের অনিষ্টকারিতা দূর করিবে বলিয়া বিশ্বাস করা বড় ভুল। আমি প্রথমে যে আয়াতটি পাঠ করিয়াছি, তাহাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুই প্রকারের ইচ্ছাশক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। (১) প্রশংসনীয় ইচ্ছা, (২) নিন্দনীয় ইচ্ছা। উক্ত উভয়বিধ ইচ্ছার বিধানের এই আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে। এখন আমি তাহাই বর্ণনা করিব, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

নিয়তের গুরুত্ব ঃ আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

"যে ব্যক্তি 'নগদের' অর্থাৎ, দুনিয়ার কামনা করে, আমি তাহাকে দুনিয়াতেই নগদ যাহা ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি প্রদান করিয়া থাকি। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা-কারীকে দুনিয়া প্রদানের ওয়াদা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা নিশ্চিত নহে, কিরূপ লোককে দিবেন এবং কি পরিমাণ দিবেন তাহা নিজের মরযীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, দুনিয়াকামী প্রত্যেক ব্যক্তির কাম্যবস্তু লাভ করা অবধারিত অনিবার্য নহে। দুনিয়া এমন বস্তু যে, আল্লাহ্ তা'আলা দান করার পাকা ওয়াদা করিলেও তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতেছি।

মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তিকে একটি নিকৃষ্ট পুরাতন আর একটি উৎকৃষ্ট নূতন বাড়ী দেখাইয়া বলা হয় যে, ইহাদের মধ্যে পুরাতন ও নিকৃষ্ট বাড়ীটি তুমি এখনই পাইবে; কিন্তু একমাস পরে ফেরত লওয়া হইবে; আর উৎকৃষ্ট নূতন বাড়ীটি তোমাকে এখন দেওয়া হইবে না, একমাস পরে পাইবে, কিন্তু উহা আর ফেরত লওয়া হইবে না। দুইটি বাড়ী এক সঙ্গে দেওয়া হইবে না। বলুন দেখি, এমতাবস্থায় কি করা যাইবে? বলাবাহুল্য, নিরেট বোকা ব্যক্তিও নিকৃষ্ট, পুরাতন এবং ক্ষণ-স্থায়ী বাড়ীটি গ্রহণ করিবে না। সকলে এস্থলে ঐক্যমত প্রকাশ করিবেন যে, কিছুদিন পরে হইলেও উৎকৃষ্ট, নূতন এবং চিরস্থায়ী বাড়ীটিই গ্রহণ করা উচিত। বন্ধুগণ! আপনারা বিজ্ঞ বিচারকের ন্যায় রায় দিলেন, নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী বাড়ীটি কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কিন্তু নিজেরা যখন এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইলেন তখন সেই বিবেচনাশক্তি হারাইয়া ফেলিলেন।

বন্ধুগণ! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের সম্মুখে দুইটি বাড়ী পেশ করিয়াছেন। (১) দুনিয়ার বাড়ী ও (২) আখেরাতের বাড়ী। দুনিয়া তো আপনারা এখনই পাইতে পারেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ইহা আপনাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইবে। এদিকে ইহা নিকৃষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ীও বটে। আর আখেরাতের বাড়ী নিতান্ত উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী। এক্ষেত্রে আপনারা আখেরাতকে কেন পছন্দ করেন না? উপরোক্ত দৃষ্টান্তে নিকৃষ্ট বাড়ীটির মিয়াদ তো অন্তত একমাস ছিল। এখানে আপনার দুনিয়ার বাড়ীর একটুও মিয়াদ নাই। কেননা, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে এ দুনিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। জীবনের কি নিশ্চয়তা আছে? এক মিনিটের ভরসাও নাই, প্লেগ রোগের অবস্থা জানেন কি? কেমন করিয়া উহা এক নিমিষে

www.BANGLAKITAB.com

মানুষের প্রাণ বিনাশ করিয়া ফেলে। আগামীকল্য যাহার মৃত্যু ঘটিবে, সে কি আজ বলিতে পারে যে, তাহার মৃত্যু কখন হইবে? সে তো আজ মহানন্দে কত রঙ্গিন আশার স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু তাহার মাথার উপর যে মৃত্যু উপস্থিত সে তাহার কোনই খবর রাখে না। সুতরাং আপনার দুনিয়ার মিয়াদ একমাস কোথায়? এক সপ্তাহ বা একদিনও তো নহে। প্রতি সেকেণ্ডে নিঃশেষ হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। অতএব, কেমন আফসোসের কথা! যে বাসস্থান এত কম মিয়াদী ও ক্ষণস্থায়ী, যেখানে কষ্ট ছাড়া কোন শান্তি আসে না, তাহাই আপনারা পছন্দ করিলেন। আর আখেরাতের এমন উত্তম ও চিরস্থায়ী বাসস্থানের আশা ত্যাগ করিলেন, যাহা পাইতে একটিমাত্র নিঃশ্বাসের বিলম্ব, যাহা অনন্তকালের জন্য স্থায়ী, যাহাতে শুধু শান্তিই শান্তি। কষ্ট বা অশান্তির নাম-গন্ধও নাই। অথচ, এরূপ অবস্থায় কোন্‌টি গ্রহণীয়? আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে আপনি নিশ্চয়ই পরামর্শ দিবেন যে, নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু কখনই গ্রহণযোগ্য নহে। আমি বলি না যে, আপনি দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করুন, আমার অভিযোগ এবং আফসোস কেবল এই যে, আপনারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়া রাখিয়াছেন।

ফলকথা, ইহা ভালরূপে প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুনিয়া প্রদান করার পাকা ওয়াদা করিলেও নিকৃষ্টতাবশত তাহা গ্রহণযোগ্য হইত না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুনিয়া প্রদানের ওয়াদাও পুরাপুরিভাবে করেন নাই। তদুপরি ব্যাপার এই যে, অস্থায়ী দুনিয়াকে অবলম্বন করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে আখেরাতের অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইতে হয়। যেমন, কাফেরদের অবস্থা। পক্ষান্তরে আখেরাত অবলম্বন করিলে কেহ দুনিয়ার অংশ হইতে বঞ্চিত হয় না, বরং আখেরাত অবলম্বনকারী দুনিয়াও পাইয়া থাকে। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, আখেরাত অবলম্বনকারীরা দুনিয়ার অংশ কম এবং অন্যান্য লোকেরা অধিক পায়। এই প্রভেদও কেবল বাহ্যদৃষ্টিতেই দেখা যায়। নতুবা গরীব লোক দুনিয়ার শান্তি যতটুকু ভোগ করে, ধনী লোকের ভাগ্যে তাহা জোটে না। গরীবেরা ধনীদের চেয়ে অধিক পরিমাণে আহার করিয়া তাহা সমস্তই হজম করিতে পারে। তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, খুশী ও আনন্দে বাস করে। মাথা ব্যথা এবং সর্দি-কাশি কাহাকে বলে জানেও না। ধনী লোকদের প্রায়ই জোলাব গ্রহণ করিতে হয়।

কোন একজন ধনী লোকের সহিত এক দরিদ্র লোকের বন্ধুত্ব ছিল। গরীব লোকটি খুব স্বাস্থ্যবান ও সবল ছিল। ধনী লোকটি হালকা-পাতলা এবং রুগ্ন ছিল। একদা ধনী ব্যক্তি তাহার দরিদ্র বন্ধুকে বলিলঃ বন্ধু! তুমি গরীব হইলেও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া আমার চেয়ে বেশ মোটা-তাজা, বল তো তুমি এমন কি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক? সে ব্যক্তি উত্তর করিল, আমি তোমা অপেক্ষা অধিকতর সুস্বাদু খাদ্য খাইয়া থাকি, প্রত্যেক মাসে নূতন নূতন বিবাহ করি। ধনী লোকটি তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বলিল, হাসির কি কথা আছে, কাল আমার বাড়ীতে তোমার দাওয়াত রহিল, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। ধনী লোকটি বিস্ময় সহকারে তাহার দাওয়াত কবুল করিল এবং পরবর্তী দিন আহারের সময় তাহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। দরিদ্র গৃহস্বামী ধনী বন্ধুর সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। কথায় কথায় অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে ধনী লোকটি খাওয়ার তাকীদ জানাইল। গৃহস্বামী টালবাহানা করিয়া বলিল, খাদ্য প্রস্তুত হইতে কিছু দেরী হইবে। একটু অপেক্ষা করুন, পুনরায় আলাপ জুড়িয়া দিল। অবশেষে যখন ধনী লোকটি ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ খাদ্যের তাকীদ করিতে লাগিল, তখন গরীব লোকটি তাহার কাতর অবস্থা দেখিয়া বলিল, টাট্‌কা খাদ্য এখনও প্রস্তুত হয় নাই; ঘরে বাসী

www.BANGLAKITAB.com

রুটি ও শাক আছে। বল তো নিয়া আসি, সে বলিলঃ যাহাকিছু থাকে তাড়াতাড়ি আন, কথার প্রয়োজন নাই। অগত্যা গৃহস্বামী বাসী রুটি ও শাক আনিয়া অতিথির সামনে উপস্থিত করিল। ধনী লোকটির আর দেরী সহিল না, অন্ধ পাগলের ন্যায় বাসী রুটি খাওয়া আরম্ভ করিল। এই বাসী রুটি ও শাক তাহার রসনায় এত সুস্বাদু বোধ হইতে লাগিল যে, সে প্রত্যেক লোকমায় 'সোব্হানাল্লাহ্' বলিতে লাগিল। তৃপ্তি সহকারে আহার শেষ করিলে গৃহস্বামী সদ্যপক্ক সুস্বাদু এবং উৎকৃষ্ট খাদ্যও আনিয়া হাজির করিল। কিন্তু যেহেতু সে খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিল, সুতরাং অপারকতা প্রকাশ করিল। গৃহস্বামী বলিলঃ সামান্য কিছু আহার কর, ইহা অতি সুস্বাদু খাদ্য। ধনী লোকটি বলিলঃ না, যে খাদ্য আমি গ্রহণ করিলাম ইহা তাহা অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু হইবে না। গরীব বন্ধু বলিলঃ বন্ধু! আমি যে বলিয়াছিলাম, "আমি তোমাদের চেয়ে অধিক সুস্বাদু খাদ্য আহার করিয়া থাকি।" এই বাসী রুটিই সেই সুস্বাদু খাদ্য। উপযুক্ত ও পূর্ণ ক্ষুধার সময় আমরা যে বাসী খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা তোমাদের পোলাও-কোরমা অপেক্ষা উত্তম বোধ করি। তোমরা প্রত্যেক সময়ই কিছু না কিছু আহার করিয়া থাক। যাহা আহার কর, কখনও পূর্ণ ক্ষুধার সহিত আহার কর না। আমার কথার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল। ধনী লোকটি স্বীকার করিল, বাস্তবিকই তোমরা আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার কর। আচ্ছা, তোমার সুস্বাদু খাদ্যের মর্ম তো বুঝিতে পারিলাম। এখন বল তো, প্রত্যেক মাসে নূতন নূতন বিবাহ করার অর্থ কি? সে উত্তর করিলঃ একমাস অন্তর যখন স্বভাবত স্ত্রী-সহবাসের জন্য পূর্ণমাত্রায় আকাঙ্ক্ষা এবং উত্তেজনা জন্মে এবং কামভাব তীব্রভাবে জাগরিত হয়, তখন আমি স্ত্রী সহবাসে প্রবৃত্ত হই। তোমাদের ন্যায় প্রতিদিন কিংবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন কৃত্রিম কামস্পৃহা লইয়া স্ত্রী-সহবাস করি না। সুতরাং দীর্ঘ বিরতির পর প্রতিমাসে স্ত্রী-সহবাসে তেমনই আনন্দ পাইয়া থাকি—যেমন আনন্দ নূতন বিবাহে পাওয়া যায়। আর তোমাদের তো কল্পনার সাহায্যে কামস্পৃহাকে উত্তেজিত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে তোমরা স্ত্রী-সহবাসে কোনই আনন্দ পাও না। ধনী ব্যক্তি স্বীকার করিলঃ 'তোমার উভয় কথাই সত্য। তোমরা যথার্থই আমাদের চেয়ে অধিক আনন্দ উপভোগ করিতেছ।' দরিদ্র লোকের ভাগ্যে যাহা জোটে সে উহার স্বাদ পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া থাকে। অবশ্য এই প্রার্থনা করিঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে অনশন করার মত খাদ্যাভাব হইতে রক্ষা করুন। ইহা ধ্রুব সত্য যে, দরিদ্র লোক প্রয়োজনানুযায়ী যাহাকিছু পায় তাহার পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করিয়া থাকে। কাজ-কর্ম হইতে অবসরলাভের পর ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় একান্ত আগ্রহ ও স্পৃহার সহিত খাদ্য গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে ধনী লোকেরা কমিটি, মিটিং কিংবা পরামর্শ সভায় যোগদান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর আহার করে। প্রথমতঃ, পরিচারক আসিয়া বলে, হুযূর! খাদ্য প্রস্তুত আছে, প্রভু উত্তর করেনঃ 'ক্ষুধা নাই।' কিছুক্ষণ পরে অপর চাকর আসিয়া বলে, হুযূর! অভুক্ত থাকা ভাল নহে, সামান্য কিছু আহার করুন। এভাবে বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধ-উপরোধের পর অগত্যা যৎ-কিঞ্চিৎ বিষপানের ন্যায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন। বস্তুত ক্ষুধাবিহীন অবস্থায় যাহাকিছু খাওয়া হয় তাহা উদরে যাইয়া বিষের ন্যায়ই ক্রিয়া করে।

বন্ধুগণ! আপনারা আমীর লোকের আভ্যন্তরীণ কষ্ট ও অশান্তির অবস্থা জানিতে পারিলে আমিরী হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। কখনও আমীর হওয়া পছন্দ করিতেন না। পক্ষান্তরে আমীর লোকেরা গরীবদের সুখ-শান্তি উপলব্ধি করিতে পারিলে গরিবী অবস্থা প্রাপ্ত হও-য়ার জন্য মনে-প্রাণে কামনা করিবেন। কিন্তু প্রথমে নিজেদের মধ্যে এমন অবস্থা উৎপন্ন করুন,

www.BANGLAKITAB.com

যাহাতে দরিদ্রাবস্থার প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিতে পারেন। অর্থাৎ, আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করা। লৌকিকতা আর ফ্যাশন ও বাহ্যিক রীতি-নীতি আপনাদিগকে বিনাশ করিয়া দিল, ইহার কারণেই তো আপনাদিগকে অযথা ঋণ-জালে আবদ্ধ হইতে হয় এবং নানা অশান্তির মধ্যে কাল কাটাইতে হয়। যদি আপনারা ফ্যাশন ও লৌকিকতার ফিকিরে না পড়িয়া নিজের আর্থিক সঙ্গতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারেন, তবে দুঃখ-কষ্ট এবং অশান্তি আপনাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। লৌকিকতা বর্জন সম্পর্কে আমি একটি বিস্ময়কর ঘটনা বলিতেছি—শুনুন। আমাদের পার্শ্ববর্তী এক ক্ষুদ্র নগরীতে একজন 'হাকীম' বাস করেন। তিনি আমাদেরই বুযুর্গদের সন্তান। একদা হযরত মাওলানা (রশীদ আহমদ) গঙ্গোহী (রঃ) তাঁহার মেহ্‌মান হইলেন। হাকীম ছাহেব মাওলানা ছাহেবের নিকট চুপে চুপে আরয করিলেনঃ "এখানে হুযূরের অনেক ভক্ত আছে, কোন এক জায়গায় দাওয়াতের ব্যবস্থা করিতে পারি। আমার এখানে আজ উপবাস চলিতেছে।" দেখুন, এত বড় মেহ্‌মানের আগমনেও লোকটি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না এবং কোথাও হইতে ধার করিয়া মেহ্‌মানদারী করার কল্পনাও মনে আসিল না। পরিষ্কার বলিয়া দিলেনঃ "আমার এখানে আজ উপবাস চলিতেছে"। হযরত মাওলানা ছাহেবও মামুলি মেহমান ছিলেন না। বলিলেন, ভাই! আমি তোমার মেহ্‌মান, তোমার ঘরে যখন উপবাস চলিতেছে, তখন আমিও উপবাস থাকিব। সাবধান, কাহারও নিকট দাওয়াতের কথা উল্লেখ করিও না। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গোটা পরিবারটি নিশ্চিন্ত মনে উপবাসে কাটা-ইয়া দিল। মাগরেবের নামাযের সময় একজন রোগী আসিয়া হাকীম ছাহেবকে এগার টাকা দিয়া গেল। তখন হাকীম ছাহেব আসিয়া হযরত মাওলানা ছাহেবকে জানাইলেন, হুযূর! আপনার মেহ্‌মানদারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এগার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। হযরত মাওলানা বলিলেনঃ ভাই! খাদ্যের আয়োজনে বাড়াবাড়ি করিবেন না। হাকীম ছাহেব বলিলেনঃ "হুযূর! তাহা কখনও হইতে পারে না। যখন আমার ঘরে কিছুই ছিল না, আমি আপনাকে উপবাস রাখিয়াছি। এখন আল্লাহ্ তা'আলা যখন আপনার বরকতে আমাকে এত টাকা দিলেন, আমি উত্তম খাদ্যের আয়োজন করিবই। অতঃপর পোলাও-কোরমা প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য পাক করাইয়া সকলে তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।

এক ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা আরও অধিক বিস্ময়কর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এলাহা-বাদে তাঁহার এক বন্ধুর গৃহে মেহ্‌মান হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে একদিন বন্ধুর ছেলেমেয়েরা আনন্দে নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলঃ "ওহো! আমাদের বাড়ীতে 'শেখ্‌জী' আসিয়াছেন।" লোকটি মনে করিয়াছিলঃ "হয়তো 'শেখজী' নামক কোন বুযুর্গ লোক আসিয়াছিলেন।" বহুক্ষণ যাবৎ সে উক্ত বুযুর্গ লোকের দর্শনলাভের অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল, কেহ আসিল না এবং খাওয়ার সময়ও অতীত হইয়া গেল, তখন সে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, আজ এই গৃহে উপবাস চলিতেছে। ইহারা উপবাসের নাম রাখিয়াছে 'শেখ্‌জী'। যখন ঘরে ডাল-চাল থাকে না, তখন ছেলেমেয়েদিগকে বলিয়া দেওয়া হয়, "আজ 'শেখ্‌জী' আসিয়াছেন, রুটি পাওয়া যাইবে না।" ইহা শুনার পর হইতে শিশুরা এমন আনন্দের সহিত দিন কাটাইয়া দেয় যে, উপবাসের দরুন কোন কষ্টই অনুভব করে না। সোবহানাল্লাহ্। কি আশ্চর্য ছবর এবং সহিষ্ণুতা, বয়স্করা তো দূরের কথা, ছোট শিশুরা পর্যন্ত দুঃখ-কষ্টে অধৈর্য হয় না!

www.BANGLAKITAB.com

ফলকথা, এখন আপনারা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আখেরাতের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম-কারী আখেরাতের সাথে অধিক না হইলেও প্রয়োজন এবং আরামের পরিমাণ দুনিয়া পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই সামান্য পার্থিব উপকরণে এমন শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন, যাহা দুনিয়াদার লোকেরা অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও লাভ করিতে পারে না। কিন্তু দুনিয়া অন্বেষণের সাথে এইরূপে আখেরাত পাওয়া যাইতে পারে না। (নিছক দুনিয়ার প্রত্যাশী আখেরাতের গন্ধও পায় না।) এখন আপনারা বিচার করুন, দুনিয়ার প্রত্যাশী হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ, না আখেরাতের প্রত্যাশী হওয়া। আপনারা এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন, আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়া এত তুচ্ছ যে, দুনিয়া অন্বেষণকারীরা আখেরাতের অংশ কিছুই পায় না। এদিকে দুনিয়ালাভের পূর্ণ ভরসাও নাই। পূর্ণ ভরসা থাকিলেও দুনিয়া গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার কোনই মূল্য নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ الاية অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নগদ দুনিয়ার কামনা করে, আমি তাহাকে দুনিয়া-তেই যে পরিমাণ ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি দান করিয়া থাকি। পরিশেষে তাহার জন্য 'জাহান্নাম' অবধারিত করিয়া দেই। তাহাতে সে লাঞ্ছনা এবং অপমানের সহিত প্রবেশ করিবে। আর যাহারা আখেরাতের কামনা করে এবং মু'মিন থাকিয়া তজ্জন্য যথারীতি চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টাকে মর্যাদা দেওয়া হইবে।

দুনিয়া ও আখেরাতঃ এখন উভয় বিষয়ের প্রতি একটু গভীর দৃষ্টিপাত করুন। দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং আখেরাতের আকাঙ্ক্ষা, এই উভয় বিষয়ের ফল বা পরিণাম আল্লাহ্ তা'আলা কেমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দুনিয়া-আকাঙ্ক্ষীর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ অর্থাৎ, আমি দুনিয়াকামীকে দুনিয়াতেই যে পরিমাণ ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি দিয়া দেই। ইহাতে বুঝা যায়, দুনিয়াকামীদের মধ্যে সকলেরই সফলতা লাভ করা জরুরী নহে এবং ইহাও জরুরী নহে যে, যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। আল্লাহ্ তা'আলার যাহা ইচ্ছা তাহাই দান করিবেন। পক্ষান্তরে আখেরাতকামীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ أُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا "যাহারা ঈমান ও আমলের সহিত আখেরাতের কামনা করিবে, তাহাদেরই পরিশ্রমের মূল্য দেওয়া হইবে।" এখানে ঈমান এবং আমলকে কামেল মু'মিন -এর জন্য শর্ত করা হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ, "যাহারা আখেরাতের কামনা করে" কথার পূর্ণ বিবরণ। অর্থাৎ, ঈমান এবং নেক আমলের চেষ্টা করার নামই আখেরাত -এর কামনা। কেননা, ইহা ব্যতীত আখেরাত কামনা হইতেই পারে না। এই শর্তদ্বয়ের দ্বারা ঐসমস্ত লোকের ধারণা অসার বলিয়া প্রমাণিত হইল, যাহারা নিজদিগকে আখেরাতকামী বলিয়া মনে করে, অথচ ঈমান এবং নেক আমলের কাছেও ঘেঁষে না। প্রকৃতপক্ষে এরূপ লোক আখেরাত -এর প্রত্যাশীই নহে, আকাঙ্ক্ষা এবং কামনার কিছু লক্ষণও থাকা আবশ্যক। বস্তুত ঈমান এবং নেক আমলই আখেরাত কামনা করার লক্ষণ। আমি وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ, "আখেরাতের জন্য চেষ্টা করে মু'মিন অবস্থায় থাকিয়া" কথাটি কামেল দ্বীনদার লোকের জন্য শর্ত

www.BANGLAKITAB.com

বলিয়া এই জন্য উল্লেখ করিয়াছি—যেন কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে না পারে—আলোচ্য আয়াতে আখেরাত কামনার যে ফল বা পরিণামের উল্লেখ আছে, তাহা শুধু কামনার ফল হইল কিরূপে? বরং ইহা তো সমষ্টিগত চেষ্টা, ঈমান এবং কামনার ফল। অথচ উপরোক্ত বিবরণে শুধু আখেরাতের কামনার ফল বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। এই সন্দেহ দূরীকরণের জন্যই আমি পূর্বাহ্নে বলিয়া দিয়াছি যে, আখেরাতের কামনার সাথে ঈমান ও আমলের শর্তটি প্রকৃতধর্মী। অর্থাৎ, এই শর্তটি আখেরাত কামনার ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং এখন এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না যে, "তাহাদের চেষ্টার মর্যাদা দেওয়া হইবে" কথাটি কেবলমাত্র আখেরাত কামনার ফল; বরং সমষ্টিগতভাবে উক্ত তিন বস্তুর ফল বুঝিতে হইবে। এখানে আর একটি সন্দেহের অবকাশ থাকে যে, এস্থলে যেমন আখেরাত কামনার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তদ্রূপ দুনিয়া কামনার ব্যাখ্যা কেন করা হইল না? ইহার উত্তর এই যে, লোকে যেন বুঝিতে পারে, আখেরাত কামনার অর্থ—'ঈমান ও এবাদত-বন্দেগী'। তখন ইহাকে সহজসাধ্য মনে করিয়া উৎসাহের সহিত আখেরাতের আকাঙ্ক্ষা করিবে। এই উদ্দেশ্যেই এখানে ঈমান ও আমল দ্বারা আখেরাত কামনার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার কামনার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রেত নহে বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। এতদ্ভিন্ন ব্যাখ্যা করার আরও এক কারণ আছে। আখেরাত কামনার অর্থ ভুল বুঝিয়া বিভিন্ন লোক বিভিন্ন পন্থাকে 'আখেরাত কামনা' মনে করিতেছে। সুতরাং ইহার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে দুনিয়ার কামনা সহজেই সকলের বোধগম্য হয় বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

আখেরাত কামনা এবং দুনিয়া কামনার মধ্যে এক প্রভেদ তো এই দেখান হইয়াছে যে, দুনিয়াতে যত আকাঙ্ক্ষা করা হয়, সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না এবং যত লোকে আকাঙ্ক্ষা করে তাহাদের সকলের আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয় না। পক্ষান্তরে আখেরাতের কামনা বলিতে যে ঈমান ও আমলের চেষ্টা বুঝায়, তাহার বিন্দু-বিসর্গও বিনষ্ট হয় না। সবগুলিরই মূল্য দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে উক্ত কামনাদ্বয়ের মধ্যে আরও একটি বিশেষ ধরনের পার্থক্যের প্রতি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাহা এইমাত্র আমার কল্পনায় আসিয়াছে। এযাবৎ এরূপ ধরনের পার্থক্যের বিবরণ কোন তাফ্‌সীরের কিতাবেই আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হয়তো কোন তফ্‌সীরকার লিখিয়া থাকিতে পারেন। উক্ত পার্থক্যটি এই যে, এখানে উভয় আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধীয় দুইটি বাক্যই শর্তযুক্ত বাক্য। প্রত্যেকটি বাক্যে বিনিময়ের সহিত শর্তের সম্পর্ক বিভিন্ন ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে। দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছেঃ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ - এখানে مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ক্রিয়াটি নিত্যবৃত্তকালব্যঞ্জক। ইহার অর্থ হয়, যে ব্যক্তি দুনিয়ার কামনা করিতে থাকে এবং সদাসর্বদা দুনিয়ার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে, সে-ই কিছু পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আখেরাতের কামনা সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ مَنْ اَرَادَ এই ক্রিয়াটি নিত্যবৃত্তকালব্যঞ্জক নহে। ইহাতেও বুঝা গেল, আখেরাতের ফললাভের জন্য উহার অন্বেষণে সদাসর্বদা খাটিয়া মরিতে হয় না; বরং কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই উক্ত ফল লাভ করা যায়। ইহার অর্থ এই নহে যে, আখেরাতকামীর কামনা ও আকাঙ্ক্ষা স্থায়ী হয় না। কিছুদিন পরেই কামনা ও আকাঙ্ক্ষা লোপ পাইয়া যায়, কখনই এরূপ অর্থ নহে। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের কামনাও স্থায়ী হইয়া থাকে। তবে যতকিঞ্চিৎ কামনা ও চেষ্টার পরেই উহা স্থায়ী কামনার সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। কেননা,

আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত উৎপন্ন হওয়ার পর আখেরাতের কামনা এত সহজ হইয়া পড়ে যে, তাহা উৎপন্ন করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতে হয় না। তখন আখেরাতের কামনা নিজে নিজেই উৎপন্ন হইতে থাকে। বস্তুত উক্ত কামনা মানুষের ইচ্ছায়ই হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে গায়েবী সাহায্য থাকার কারণে এমন মনে হয় যে, কামনা যেন ইচ্ছা ব্যতীত আপনা-আপনিই উৎপন্ন হইতেছে। গায়েবী সাহায্য হওয়ার কারণ এই যে, আখেরাতের কামনা আল্লাহ্ তা'আলার খুব পছন্দনীয়। কাজেই উহার জন্য চেষ্টাকারীকে তিনি সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহাতেই উহা খুব সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। হাদীসে আছেঃ

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَّ مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَّ مَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً

"যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হাঁটিয়া আসে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।"

পক্ষান্তরে দুনিয়া আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে খুবই অপছন্দনীয়। অতএব, ইহার আকাঙ্ক্ষা-কারীকে আল্লাহ্ কখনও সাহায্য করেন না। সে অতিশয় কষ্ট ও ক্লান্তির ভিতর দিয়া দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে। তজ্জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা ও ব্যাপৃতি নিজেই করিতে হয় এবং দুনিয়ার কামনা ও আকাঙ্ক্ষা আগাগোড়া সর্বদা নিজের তরফ হইতে উৎপন্ন করিতে হয়। সুতরাং উভয় কামনাই স্থায়ী বটে; কিন্তু খোদায়ী মদদে সহজসাধ্য হইয়া পড়ায় আখেরাতের কামনা যেন স্থায়ী বা নিত্যবৃত্ত নহে; বরং এমন মনে হইয়া থাকে যে, নিজের ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া ব্যতীত অপর কোন গায়েবী হাত তাহার অন্তরে উক্ত কামনা উৎপন্ন করিয়া দিতেছে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার কামনা সর্ব-দিক দিয়াই নিত্যবৃত্তকালব্যাপিয়া স্থায়ী। এই কারণেই দুনিয়ার কামনার বর্ণনায় নিত্যবৃত্তকালব্যঞ্জক ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। আখেরাতের কামনায় গায়েবী মদদও সহজ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, আখেরাত অন্বেষণের চেষ্টায় যখন আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়, তখন আখেরাত-কামীর অন্তরে এমন এমন এক ভাবের উদয় হয়, যাহার কারণে সমস্ত কঠিন কাজই সহজ হইয়া থাকে। এরাকী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

صنمـا رہ قلنـدر سزاوار بمن نمـائی ـ کہ دراز و دور دیـدم رہ ورسم پارسائی

হে মুরশিদ্! আমাকে প্রেমের সহজ পথ দেখাইয়া দাও। কেননা, রিয়াযত ও মেহ্নতের পথ অতি দীর্ঘ ও দুর্গম মনে হইতেছে। رہ قلندر বলিতে এই প্রেমের পথ এবং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনই উদ্দেশ্য। আর رسم پارسائی বলিতে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক এবং মহব্বত ব্যতীত জাহেরী এবাদত বুঝান হইয়াছে। প্রেম-ভালবাসাশূন্য এবাদতের স্বরূপ নিম্নে ব্যক্ত করিয়াছেনঃ

بطواف کعبـه رفتم بحـرم رہم ندادنـد ـ تو بروں درچہ کردی کہ دروں خانہ آئی
بزمیں چوں سجدہ کردم ززمیں ندا برآمد ـ کہ مرا خراب کردی تو بسجـدۂ ریـائی

www.BANGLAKITAB.com

"কা'বা শরীফের তওয়াফ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু হরমবাসীরা আমাকে তথায় ঢুকিতে দিল না। বলিল, তুমি কা'বার বাহিরে থাকিয়া কি কাজ করিয়াছ যে, এখন ভিতরে প্রবেশ করিতে আসিয়াছ? যমীনে যখন সজ্‌দা করিলাম, তখন যমীন হইতে আওয়াজ আসিলঃ তুমি লোক-দেখান সজ্‌দা করিয়া আমাকে অপবিত্র করিয়াছ।"

আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক এবং মহব্বত স্থাপিত হইলে আখেরাতের কামনায় এবাদত করা অপেক্ষা না করাই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এবাদতে কোন কষ্ট হয় না। এবাদতের পথে অবশ্য কিছু আভ্যন্তরীণ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু ইহাতে সে বিরূপ হয় না; বরং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট তাহার নিকট আনন্দদায়ক মনে হয়। কবি বলেনঃ از محبت تلخها شیرین بود 'মহব্বতের বদৌলতে তিক্ত বস্তুও সুমিষ্ট হয়।' আরও বলেনঃ

ناخـوش تو خوش بود بر جان من ـ دل فدائے یار دل رنـجـان من

"আমার অন্তর প্রিয়জনের জন্য কোরবান, তাঁহার প্রদত্ত দুঃখ-কষ্ট আমার জন্য মহাসুখ।" আরও বলা হইয়াছেঃ

نشود نصیب دشمن که شود هلاك تیغت ـ سر دوستاں سلامت که تو خنجر آزمائی

"তোমার তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ দান করা শত্রুর ভাগ্যে কোথায় জুটিবে। এই সৌভাগ্য কেবল তোমার বন্ধুবর্গের জন্য, তোমার তরবারির ধার পরীক্ষার জন্য তাহাদের মস্তক ছহীহ্-ছালামত থাকুক।" আরও বলা হইয়াছেঃ

زنـده کنـی عطائے تو وربکشی فدائے تو ـ دل شده مبتلائے تو هرچه کنی رضائے تو

"প্রাণ রাখ, তোমার দান, আর যদি প্রাণে মার তোমার জন্য কোরবান, অন্তর তোমার প্রেমে আত্মহারা। তোমার যাহা খুশী কর।" ফলকথা, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলে যাবতীয় কার্য তো সহজসাধ্য হয়ই, এমন কি যে মৃত্যুকে মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে, তাহাও খোদা-প্রেমিকদের জন্য অতি সহজ বরং কাম্য ও বাঞ্ছনীয় হইয়া যায়। এই মর্মে আরেফ শিরাযী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

خرم آں روز که زیں منـزل ویـراں بروم ـ راحـت جاں طلبـم وزپے جانـاں بروم
نظر کردم که گر آیـد بسر ایں غم روزے ـتادر میـکـده شاداں و غزلخـواں بروم

"সেদিন কতই না আনন্দের হইবে, যেদিন আমি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করিয়া প্রিয়জনের দিকে যাত্রা করিব এবং অন্তরের শান্তি কামনা করিব। আমি মানত করিয়াছি, যেদিন আমার এই চিন্তার অবসান ঘটিবে, সেদিন মহানন্দে মহব্বতের গজল গাহিতে গাহিতে শরাবখানার (প্রিয়-জনের) দ্বারে উপস্থিত হইব।"

কেহ মনে করিতে পারেন, মৃত্যুর পূর্বে অনেকেই এমন বড় বড় বুলি আওড়াইয়া মৃত্যুর কামনা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু মৃত্যু আসিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আর মৃত্যুর কামনা করে না। আমি বলি, এরূপ মনে করা ভুল। ইব্‌নে ফারেয (রঃ) ঠিক মৃত্যু মুহূর্তে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, খোদার সহিত সম্পর্কযুক্ত লোক মৃত্যুকালেও কেমন প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহার

www.BANGLAKITAB.com

মৃত্যুকালে যখন আট বেহেশ্‌ত তাঁহার সম্মুখে হাজির করা হইল, তখন তিনি বেহেশ্‌তের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া পাঠ করিলেনঃ اِنْ كَانَتْ مَنْزِلَتِىْ فِى الْحُبِّ عِنْدَكُمْ ○ مَاقَدْ رَاَيْتُ فَقَدْ ضَيَّعْتُ اَيَّامِىْ "যেসকল বেহেশ্‌ত আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, যদি আপনার দরবারে আমার মহব্বতের মূল্য শুধু ইহাই হয়, তবে আমি আমার জীবনের দিনগুলি বৃথাই নষ্ট করিয়াছি। অর্থাৎ, আমি তো এই বেহেশ্‌তলাভের উদ্দেশ্যে আপনাকে ভালবাসি নাই; আমার কাম্য তো অন্য কিছু ছিল। এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আট বেহেশ্‌ত অদৃশ্য হইয়া গেল এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এক বিশেষ 'নূর' প্রতিফলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই বিষয়টি কলন্দর (রঃ) কবিতায় বলিয়াছেনঃ

غيرت از چشم برم روئے تو ديدن ندهم ـ گوش را نيز حديث تو شنيدن ندهم
گر بيايد ملك الموت كه جانم ببرد ـ تانه بينم رخ تو روح رميدن ندهم

"আমি চক্ষু ও কর্ণের প্রতি ঈর্ষান্বিত রহিয়াছি। চক্ষুকে তোমার চেহারা দর্শন করিতে দিব না, কর্ণকেও তোমার কালাম শ্রবণ করিতে দিব না। মালাকুল মউত (আঃ) আমার প্রাণ নিতে আসিলে তোমার চেহারা না দেখা পর্যন্ত আমার প্রাণ বাহির করিতে দিব না।" অর্থাৎ, মালাকুল মউত আমার রূহ্ কব্য করিতে আসিলে তোমার বিশেষ 'নূরের তাজাল্লী' না দেখা পর্যন্ত প্রাণ-বায়ু বাহির হইতে দিব না। আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌নে ফারেযের প্রতি রহম করুন। তিনি কার্যক্ষেত্রে এই অবস্থা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মৃত্যুকালে আল্লাহ্ তা'আলার খাছ নূরের তাজাল্লী দর্শন করা ব্যতীত পরলোকের দিকে যাত্রা করিতে রাযী হন নাই।

এই জন্য আমি বলিতেছিলাম, আখেরাতকামীদের আকাঙ্ক্ষাও অবশ্যই স্থায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি গায়েবী মদদ থাকার কারণে উক্ত আকাঙ্ক্ষা সহজসাধ্য হওয়ার ফলে মনে হয়, যেন তাঁহারা নিজের তরফ হইতে কোন আকাঙ্ক্ষাই করেন না। সবকিছু আপনাআপনি হইতেছে। আমার কথার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আখেরাতকামীদের দ্বারা কোন পাপ কার্যই হয় না অথবা তাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। কখনই নহে; বরং পাপ কার্যের স্পৃহা তাঁহাদের অন্তরেও হইয়া থাকে। কেননা, তাঁহাদের সঙ্গেও নফ্‌স আছে। তবে তাঁহাদের পাপ-স্পৃহা এবং অন্য লোকের পাপ-স্পৃহার মধ্যে প্রভেদ এইরূপ—যেমন শিক্ষিত ও অনুগত অশ্ব দুষ্টামি আরম্ভ করিলে সামান্য ইশারায় সোজা হইয়া যায়। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত ঘোড়া দুষ্টামি আরম্ভ করিলে ইশারা বা কোড়া কিছুই মানে না; বরং জিন, বল্‌গা ও আরোহীকে পিঠের উপর হইতে ফেলিয়া দেয়। ইহা সত্য কথা যে, ঘোড়া শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অনুগত হইলেও কোন কোন সময় দুষ্টামি আরম্ভ করে। কিন্তু সামান্য শাসনে সে আবার সোজা হইয়া যায়। খোদাপ্রেমিক আখেরাতকামীদের অবস্থা এইরূপ মনে করুন। ইঁহারা বিদ্যুতের মত পুলসেরাত অতিক্রম করিয়া যাইবেন। দর্পণতুল্য স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারীরা বলিয়াছেনঃ পুলসেরাত শরীঅতেরই সদৃশ। দুনিয়াতে যাঁহারা শরীঅত পথের উপর সহজে চলিতেন, শরীঅতের বিধানসমূহ মানিয়া চলা অন্যান্য লোকের পানাহারের ন্যায় তাঁহাদের নিকট সহজসাধ্য ও শান্তিদায়ক ছিল, তাঁহারা 'পুলসেরাতও অতি সহজে পার হইয়া যাইবেন। আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এখন এই আয়াতের অন্তর্নিহিত কতকগুলি সূক্ষ্ম কথা আমার মনে পড়িল। তাহা বর্ণনা করিয়া আজকার মত আমার ওয়ায শেষ করিব।

www.BANGLAKITAB.com

সূক্ষ্ম কথা ঃ আলোচ্য আয়াতের অন্তর্নিহিত একটি সূক্ষ্ম কথা এই যে, প্রথমে দুনিয়াকামীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ অর্থাৎ, দুনিয়াকামীদের মধ্য হইতে দুনিয়াতেই যাহাকে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করিয়া থাকি। ইহার বিপরীতপক্ষে আখেরাতকামীদের সম্বন্ধে বলা উচিত ছিল اَعْطَيْنَاهُ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ, আখেরাতকামীকে সে যাহা চাহিবে তাহার সবকিছুই দান করিব। তাহা হইলে দুনিয়াকামীদের উপর আখেরাতকামীদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইত। তাহা না বলিয়া তিনি আখেরাতকামীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ اُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا "তাহাদের চেষ্টার মর্যাদা দান করা হইবে।" ইহার কারণ এই যে, তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ সবকিছু দান করার কথা বলিলে মূলত তাহারা অতিরিক্ত লাভবান হইবে বলা যাইত না ; বরং তাহাদের পুরস্কার সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক যাহাকিছু ওয়াদা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইত। কেননা, আখেরাতের নেয়ামত সম্বন্ধে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ ○ مَالَا عَيْنٌ رَاءَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ অর্থাৎ, (বেহেশ্‌তীগণকে যেসব নেয়ামত দেওয়া হইবে,) তাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কর্ণ শুনে নাই এবং কোন মানুষের অন্তর উহা কল্পনা করিতে পারে নাই। এখন বলুন, বেহেশ্‌তের নেয়ামতের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আখেরাতকামীদের ইচ্ছানুযায়ী তাহাদিগকে দান করিলে তাহাদিগকে অধিক দেওয়া হইত, না কম দেওয়া হইত ? অনেক কম দেওয়া হইত। কেননা, তথাকার নেয়ামত সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নাই। কাজেই আমাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী দান করিলে আমাদের প্রাপ্য খুবই কম হইত। দেখুন, আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া কত অপরিসীম, আমাদের জন্য পরলোকে এত নেয়ামত প্রস্তুত রাখিয়াছেন যাহা আমাদের কল্পনাতীত। আমাদের এবাদতের পুরস্কার আমাদের ইচ্ছার উপর রাখেন নাই ; বরং দয়া করিয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক আমাদিগকে দান করিবেন। এ সম্বন্ধে মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়াছেন ঃ

خود كه يابد ايں چنيں بازار را ـ كه بيك گل مى خرى گلزار را
نيم جاں ستاند وصد جاں دهد ـ آں چه درهمت نيايد آں دهد

"এমন বাজার কে পাইতে না চায়, যথায় একটি ফুলের বিনিময়ে গোটা ফুলের বাগান ক্রয় করা যায় ? অর্ধ প্রাণের বিনিময় শত শত প্রাণ এবং যাহা কল্পনাতীত তাহা দান করা হয়।" এখন আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আখেরাতপ্রার্থীদের নেয়ামত তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ কেন করিয়াছেন ? এই ইচ্ছানুরূপ নির্ধারণ করা আমাদের জন্য রহ্‌মত স্বরূপ হইয়াছে। এই কারণেই তিনি ইহাদের পরিণাম সম্বন্ধে অনির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন ঃ اُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا 'তাঁহাদের চেষ্টার মর্যাদা দেওয়া হইবে।' ইহা হইতে বুঝিয়া লউন, যাহাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের মূল্য এমন মহামহিমান্বিত বাদশাহ্‌র দরবারে বাদশাহের ইচ্ছানুরূপ দেওয়া হইবে, তাহাদিগকে কি পরিমাণ নেয়ামত দান করা হইবে ? দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌দের দরবারের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করুন, বাদশাহ্‌র দরবারে যদি কাহারও কোন কাজের মর্যাদা প্রদান করা হয়, তবে তাহার সহিত কিরূপ

www.BANGLAKITAB.com

ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, বাদশাহ্‌গণ এরূপ লোকের প্রতি তাঁহাদের নিজেদের দরবারের মর্যাদা অনুসারেই দান করিয়া থাকেন। লোকটির কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কখনও দান করেন না। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রভু নিজের মহত্ত্বের অনুযায়ী যাহাকে দান করিবেন, অনুমান করিয়া দেখুন সে ব্যক্তি কি পরিমাণ পাইবে! এখন দুনিয়াতে উহার পরিমাণ বিশদভাবে অনুমান করা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় আর একটি সূক্ষ্ম কথা আয়াতের وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا বাক্যের মধ্যে রহিয়াছে। কেননা ইহার অর্থ—"যে ব্যক্তি আখেরাতের আকাঙ্ক্ষা করে এবং তজ্জন্য যে চেষ্টার প্রয়োজন তাহা করে।" ইহাতে বুঝা যায়, আখেরাতের কৃতকার্যতার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা অতি সহজ। অনুরূপ কথা আপনাদের ভাষায়ও আপনারা বলিয়া থাকেনঃ "এ কাজের জন্য যেই তদবীরের আবশ্যক তাহা করা উচিত।" তদবীরের রকম উল্লেখ না করিয়া এজমালীভাবে বলিয়া দেওয়ায় বুঝা গেল, তদবীরটি সহজ এবং যাহাকে বলা হইয়াছে সে তাহা জানে। ফলকথা, আখেরাত-প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় চেষ্টা খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত এবং সর্ববিদিত। বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে।

তৃতীয় সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আয়াতের مشكورا শব্দের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা এই যে, আখেরাতে যাহাকিছু পাইবে তাহা কেবলমাত্র পুরস্কারস্বরূপ, আমলের জন্য নহে। এই শব্দের মধ্যে আমলের উপর গর্ব অনুভবকারীদের প্রতি সতর্কবাণী রহিয়াছে যে, "নিজের আমল বা এবাদতের জন্য গর্ব অনুভব করা উচিত নহে। তোমরা আখেরাতে যাহাকিছু পাইবে তাহা কেবল পুরস্কারস্বরূপ। তোমরা আমল দ্বারা উহার উপযুক্ত হইতে পার না। কেননা, আল্লাহ্‌র হক আদায় করাই এবাদত। আল্লাহ্‌র হক অসীম, অসীম হক আদায়ের জন্য এবাদতও অসীম হওয়া আবশ্যক। আমরা সৃষ্ট এবং সীমাবদ্ধ, কাজেই অসীম হক আদায়ে অক্ষম। অতএব, বুঝিতে হইবে, বিনিময় পাওয়ার মত কোন হক্ আমাদের দ্বারা আদায় হয় নাই। সুতরাং আখেরাতে যাহাকিছু আল্লাহ্ দান করিবেন উহা তাঁহার দয়া এবং পুরস্কার ছাড়া আর কি হইতে পারে।

কোন কোন দয়ালু লোক সন্দেহ করিয়া থাকেন, কাফেররা তো পার্থিব জীবনের অল্প কয়েকটি দিন আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করিয়া থাকে। তাহারা অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিবে কেন? ইহা তো ন্যায়বিচারের পরিপন্থী বলিয়া মনে হয়। উপরোক্ত বিবরণ হইতে এ সন্দেহের উত্তর পাওয়া যায়। কাফেররা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কুফ্‌রী করিয়া এবং শরীক সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার অসীম হক্ নষ্ট করিয়াছে। অসীম হক্ বিনষ্ট করার দরুন অনন্ত শাস্তি ভোগ করাই যুক্তিসঙ্গত। নেক আমলকারীরা অসীম হক আদায় করিতে পারে না বটে, কিন্তু কাফেরেরা অসীম হক নষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং সসীম আমলের বিনিময়ে মু'মিনদিগকে অসীম প্রতিফল দান করা বিবেকের বহির্ভূত। বিবেক বলে, যখন আমল সসীম, তখন নেক আমলকারীকেও সীমাবদ্ধ সওয়াব দান করা সঙ্গত ছিল।

মানুষ আজকাল বিবেক ও যুক্তির ধুয়া তুলিয়াছে, কিন্তু বিবেক মানুষের হিতকামী নহে—শত্রু। কবি বলেনঃ

آزمودم عقل دور انديش را ـ بعد ازيں ديوانه سازم خويش را

"আমি দূরদর্শী বিবেককে পরীক্ষা করার পর নিজকে পাগল সাজাইয়াছি।"

www.BANGLAKITAB.com

আজকালকার বক্রজ্ঞানী লোকেরা আমাদিগকে জ্ঞানহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকে। তাহারা যে জ্ঞান লইয়া নিজদিগকে জ্ঞানী মনে করে, আমাদের সে জ্ঞানের আবশ্যক নাই। তদপেক্ষা আমাদের জ্ঞানহীনতাই শ্রেয়। তাহারা জানে কি, আমরা কিসের কারণে জ্ঞানহীন হইয়াছি ?

مَا اگـر قلاش وگـر دیـوانـه ایم ـ مست آں ساقی و آں پیمـانه ایم

আমরা যদিও দরিদ্র এবং পাগল বলিয়া আখ্যায়িত হই, (কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিত আমরা সাধারণ পাগল নই, আমরা 'সাকী' ও 'পেয়ালার' অর্থাৎ, খোদার প্রেমে পাগল। "খোদার পাগল এ সমস্ত দুনিয়ার বুদ্ধিমান অপেক্ষা হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ।" কবি বলেনঃ اوست دیوانه که دیوانهٔ نشد "তাহারাই পাগল, যাহারা পাগল হয় নাই।"

مشكورا শব্দে আল্লাহ্ তা'আলা এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন যে, তোমাদের বিবেক তো বলে, তোমাদের বিনিময় কম হউক। কিন্তু তোমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার যে মর্যাদা আমি দান করিব, তাহা আমার অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই মর্মে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তিই নিজের আমলের দ্বারা বেহেশ্তে যাইতে পারিবে না, তবে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। ইহা শুনিয়া হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলিলেনঃ (এরূপ প্রশ্ন করার সাহস একমাত্র তাঁহার পক্ষেই শোভনীয় ছিল) ইয়া রাসূলাল্লাহ্! وَلَا أَنْتَ "আপনিও কি আমলের গুণে বেহেশ্তে যাইতে পারিবেন না?" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেনঃ আমার এই প্রশ্নে তিনি ভীত হইয়া স্বীয় পবিত্র মস্তকের উপর হাত রাখিয়া বলিলেনঃ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَّتَغَمَّدَنِى اللهُ بِرَحْمَتِهٖ "না, আমিও না, তবে যদি আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া আমাকে রহ্মতের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া লন।"

বন্ধুগণ! এখন চিন্তা করুন, কাহার এমন সাহস আছে যে, নিজের আমল ও এবাদতকে একটা কিছু মনে করিতে পারে? আমাদের অবস্থা তো ঠিক সেইরূপ, যাহা এক বুযুর্গ লোক বর্ণনা করিয়াছেনঃ چوں آں کرمے که درسنگےنہا نست ـ زمیں وآسماں وے همانست

"আমরা সেই কীটের মত, যাহা কোন এক প্রস্তরের গর্ভে আবদ্ধ রহিয়াছে। উহার আসমান-যমীন সেই প্রস্তরই বটে। এ সম্বন্ধে মাওলানা রূমী (রঃ) একটি গল্প বলিয়াছেনঃ

এক বেদুইন কখনও নিজের গ্রামস্থ কূপের পানি ব্যতীত কোন নদী বা সাগর দেখে নাই। সে মনে করিত, উক্ত কূপের পানি শুকাইয়া গেলে দুনিয়ার কোথাও পানি পাওয়া যাইবে না। এই মনে করিয়া এক দুর্ভিক্ষের সময় সে এক কলসী মিঠা পানি লইয়া বাগদাদের তৎকালীন খলীফার দরবারের দিকে যাত্রা করিল। বহু দূর-দারাযের পথ কলসী মাথায় অতিক্রম করিয়া বাগদাদে পৌঁছিলে দ্বাররক্ষকেরা তাহাকে খলীফার দরবারে নিয়া হাযির করিল। খলীফার প্রশ্নে সে উত্তর করিলঃ হে আমীরুল মু'মেনীন! এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে আমি আপনার জন্য বেহেশ্তের এক কলসী মিঠা পানি আনয়ন করিয়াছি। খলীফা তাহাকে খুব সম্মান করিলেন এবং পানির কলসটি গ্রহণ করিলেন, অতঃপর খাজাঞ্চীকে আদেশ করিলেন, এই কলসীটি স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া লোকটিকে দজ্লা নদীর ধার দিয়া বাড়ী ফিরিবার পথ দেখাইয়া দাও, ইহাতে সে বুঝিতে পারিবে

www.BANGLAKITAB.com

যে, আমার এখানে মিঠা পানির অভাব নাই। তবে আমি তাহাকে যাহাকিছু দান করিয়াছি তাহা কেবল আমার প্রতি তাহার মহব্বতের পুরস্কার, আর কিছুই নহে।

অনুরূপভাবে আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের আমলের বিনিময়ে অসংখ্য নেয়ামত দেখিয়া বুঝিতে পারিব, ইহা কেবল মহব্বতের মূল্য, এবাদতের ইহাতে কোন দখল নাই। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাগণের হিসাব-নিকাশ গোপনে গ্রহণ করিবেন এবং বলিবেনঃ আমি তোমাকে এমন এমন নেয়ামত প্রদান করিয়াছিলাম, তবুও তুমি আমার নাফরমানী করিয়াছ? তোমার অমুক পাপ কার্য স্মরণ কর। তুমি অমুক দিন অমুক কাজ করিয়াছ। আর একদিন এই কাজ করিয়াছ। মোটকথা, এক এক করিয়া তাহার সমস্ত পাপের তালিকা পেশ করা হইবে। এমন কি, মু'মিন বান্দা মনে করিতে পারিবে যে, আমার সর্বনাশ! সব দিকেই নিজকে দোযখের নিকটবর্তী দেখিতে পাইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ যাও, দুনিয়াতেও আমি তোমার পাপ গোপন রাখিয়াছিলাম, এখানেও আমি তাহা গোপন রাখিতেছি, অতঃপর তাহার আমলনামা হইতে সমস্ত পাপ মুছিয়া ফেলিয়া ঐস্থানে নেক আমল লিখিয়া দেওয়া হইবে। এ সম্পর্কেই বলা হইয়াছে, أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ "ইহারাই তাহারা, যাহাদের পাপ কার্যকে আল্লাহ্ তা'আলা নেক আমলে রূপান্তরিত করিবেন।" এই দয়ার কোন সীমা আছে যে, তিনি অনুগ্রহপূর্বক মুসলমানকে অপরের সম্মুখে হেয় করিবেন না? বরং তাহার সম্মান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে লোকের সম্মুখে প্রকাশ করা হইবে যেন সে কোন গোনাহ্র কাজই করে নাই।

বন্ধুগণ! এমন দয়ালু খোদাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন? আপনাদের উপর তাঁহার কি কোনই হক নাই যে, তাঁহার নাফরমানী করার জন্য এমনভাবে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন? এমন দয়ালু ও মেহেরবান খোদার সহিত সম্পর্ক সৃষ্টি করুন এবং তাঁহার মহব্বত হাসিল করিতে চেষ্টা করুন। কিরূপে ও কোন্ পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তাহা বর্ণনা করিয়া এখন আমার বর্ণনা শেষ করিতে চাই।

সম্পর্ক স্থাপনের উপায়ঃ আল্লাহ্ পাকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইলেঃ ১। আবশ্যক পরিমাণ দ্বীনী এল্ম শিক্ষা করুন। দ্বীনী এল্ম না শিখিলে আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারিবেন না। ২। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার সহিত পাকা ওয়াদা করুন, ভবিষ্যতে কখনও কোন পাপ কার্য করিবেন না। ভবিষ্যতে গোনাহ্র কাজ না করার পাকা ওয়াদা করাই পূর্বকৃত গোনাহসমূহের প্রকৃত তওবা। তওবার সময়ে পাকা ওয়াদা করিয়া যদি ভুলক্রমে ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়, তবে পুনরায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যক। ইহার পরেও যদি আবার ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়, তবে 'ছালাতুত্ তওবা' অর্থাৎ, তওবার নামায পড়িয়া পাকা তওবা করিতে হইবে। শুধু মৌখিক তওবা করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। এরূপ পাকা তওবা করা নফ্সে আম্মারাকে বশে রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়। এ যুগে ইহার প্রয়োজন অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। কিছুকাল এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেখুন, পাপ কার্যের প্রতি ঘৃণা জন্মে কিনা। ইহা বড়ই পরীক্ষিত উপায় এবং অতি সহজও বটে। কোন পাপ কার্য হঠাৎ করিয়া ফেলিলে ওযূ করিয়া দুই রাক'আত নফল নামায পড়িয়া তওবা করিবেন। প্রতিবার গোনাহ্র পর এইরূপে তওবা করিলে শেষ পর্যন্ত গোনাহের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহ উৎপন্ন হইবেই। ৩। সঙ্গে সঙ্গে কোন কামেল বুযুর্গ লোকের সাহচর্য অবলম্বন করুন। আল্লাহ্ওয়ালা

www.BANGLAKITAB.com

লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকুন। তাঁহাদের নিকট নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া দ্বীনী কার্যে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করুন। কামেল লোকের সঙ্গ অমোঘ ঔষধ। বিদ্যুতের ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই সৎসঙ্গের ফলে অচিরেই দুনিয়া হইতে মন ফিরিয়া আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। ৪। রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিয়া সারাদিনের যাবতীয় কার্যের হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখুন, যতগুলি গোনাহের কার্য হইয়াছে, তাহা হইতে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তওবা করুন। ৫। প্রতিদিন কিছু সময় নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্‌র স্মরণে ও ধ্যানে কাটাইবেন। এই পাঁচটি কথার উপর আমল করিয়া দেখুন, ইন্‌শাআল্লাহ্, তাঁহার সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যাইবে। এত সহজ উপায়েও যদি কেহ হেদায়তপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা না করে, তবে তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলাই হেদায়ত করুন। এখন দো'আ করুন—আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে নেক আমলের তাওফীক দান করুন।

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ ○

—■—

মুরাদাবাদ জামে মসজিদ
১৩২৪ হিজরী, ৫ই জুমাদাল-উলা

www.BANGLAKITAB.com

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهٗ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهٗ — الحديث

দুনিয়ার মায়া

একটি দীর্ঘ হাদীসের মাত্র দুইটি বাক্য প্রয়োজন মনে করিয়া এখন পাঠ করিলাম। আমার বক্তব্য পেশ করার জন্য উক্ত হাদীসের এই দুইটি বাক্যই যথেষ্ট। ইহা বিশ্বের গৌরব হযরত নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। ইহাতে এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে, যাহা প্রত্যেক মুহূর্তে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক অবস্থায় স্মরণ রাখা এবং তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বিশেষ করিয়া স্ত্রী-জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কেননা, যাহার রোগ যত কঠিন, তাহার চিকিৎসার প্রতি তত অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হয়। বিশেষত এই হাদীসে যে রোগের উল্লেখ আছে তাহা স্ত্রী-জাতির মধ্যে অধিক মাত্রায় দেখা যায়। সেই রোগটি দুনিয়ার মায়া।

পুরুষ-জাতির তুলনায় স্ত্রী-জাতি দুনিয়ার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত। তাহাদের মধ্যে এই দুনিয়ার মায়া কয়েক প্রকারে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মধ্যে মুক্ত ও প্রকাশ্যভাবে দেখা যায়। যাহাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পোষ্যবর্গ, ধন-সম্পত্তি এবং মান-সম্মান আছে, তাহারা তো বেপরোয়াভাবে দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত। তাহারা ইহা হইতে কোন অবস্থায়ই মুক্ত হইতে পারে না। তাহাদের অবস্থা এইরূপ— چوں میرد مبتلا میرد ـ چوں خیزد مبتلا خیزد "রুগ্নাবস্থায় মরে এবং রুগ্নাবস্থায় জীবিত হয়।" মোটকথা, দুনিয়াই তাহাদের জীবন-মরণ। তাহাদের বাহ্যিক অবস্থাই বলিয়া দেয়ঃ "আমরা পাক্কা দুনিয়াদার।" আবার কতক লোক আছে নিঃসন্তান, তাহাদের মধ্যে এই রোগ অন্য আকারে দৃষ্ট হয়। তাহাদের ধারণা, সন্তান-সন্ততিই দুনিয়া; বস্তুত তাহারা বলিয়াও থাকে—দুনিয়াতে আমাদের কি প্রয়োজন? আমাদের তো বাল-বাচ্চাই নাই। প্রকৃত

www.BANGLAKITAB.com

প্রস্তাবে এই খেদোক্তির মধ্যেই সত্যিকারের দুনিয়াদারী বিদ্যমান। একটু পরেই তাহা আপনারা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন।

বাস্তবিকপক্ষে স্ত্রী-জাতির মধ্যে দুনিয়ার অনুরাগ পুরুষ-জাতির তুলনায় অনেক বেশী। পুরুষ-দের মধ্যে অতি অল্প লোক এমন আছে, যাহাদের নিজের ধন-সম্পদ নাই, অথচ অন্যের ধন-সম্পত্তির আলোচনায় সময় নষ্ট করে। কিন্তু স্ত্রী-জাতির মধ্যে এমন অনেক আছে, যাহারা এক-দিকে নিঃসন্তান, তদুপরি অর্থ-সম্পদে কপর্দকহীন, অথচ প্রত্যেকের কথায়, প্রত্যেকের ব্যাপারে এমন কি দুনিয়ার সমস্ত গল্প-গুজবে নিজে অংশগ্রহণে ব্যস্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। উচিত ছিল এই অবসর সময়কে আখেরাতের কাজে লাগান। পুরুষ-জাতির মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প নহে, যাহারা দুনিয়ার চিন্তা হইতে মুক্ত রহিয়াছেন। তাহাদেরও এই অবসর সময়ের মূল্য বুঝিয়া নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌রে মশ্‌গুল থাকা উচিত ছিল। এই মর্মে মাওলানা রূমী কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

خوشا روز گارے که دارد کسے ـ که بازار حرصش نباشد بسے
بقدر ضرورت بساری بود ـ کند کارے از مرد کارے بود

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি অধিক সৌভাগ্যশালী, যাহার আতরিক্ত লোভ-লালসা নাই। প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান আছে এবং দুনিয়ার ঝামেলায় লিপ্ত না হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার এবাদতে মশ্‌গুল থাকে। ইহার অর্থ এই নহে যে, চিন্তা-ভাবনা মোটেই থাকিবে না। চিন্তা হইতে কেহই মুক্ত নহে। বস্তুত দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। এক শ্রেণীর লোক আটানা পিষিলে, সেলাই না করিলে কিংবা অন্য কোন পরিশ্রম না করিলে তাহাদের অন্নের সংস্থান হয় না। আর এক শ্রেণীর লোকের ঘরে খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা আছে কিংবা কোন আত্মীয়-বন্ধু সেবা ও সাহায্য করে। কিংবা উপযুক্ত ছেলে আছে উপার্জন করে। যাহারা গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের চিন্তা-ভাবনায় মশগুল থাকে, বিনা পরিশ্রমে বিনা ভাবনায় খাদ্যের সংস্থান হয় না, আখেরাত ভুলিয়া থাকার কোন ওযর তাহাদেরও নাই। কেননা, তাহারাও কাজের ফাঁকে ফাঁকে যথেষ্ট অবসর পাইয়া থাকে। কিন্তু অবসর সময়টুকু তাহারা বৃথা নষ্ট করে, কোন কাজে লাগায় না। অবশ্য অধিক আফসোস ঐসমস্ত লোকের জন্য, যাহাদের বিনা পরিশ্রমে আহার্যের সংস্থান আছে, অথচ তাহারাও এই নেয়ামতের কদর করে না। বহু আল্লাহ্‌র বান্দা এমনও আছে, যাহাদের অন্ন সংস্থানের চিন্তা করিতে হয় না। তাহারাই অধিকাংশ সময় অন্যের আর্থিক বা পারিবারিক অবস্থার আলোচনা-সমালোচনা করিয়া কাটায়। খাওয়া-পরার জন্য যাহাদিগকে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হয়, তাহারা তো কখনও কখনও দুনিয়া-দারীর কষ্ট সহিতে সহিতে ঘাবড়াইয়া দুনিয়ার প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পোষ্যবর্গ ও সন্তান-সন্ততি নাই; কিংবা খাদ্যের চিন্তা নাই বলিয়া যাহাদের পরিশ্রম বা চিন্তা-ভাবনা করিতে হয় না, তাহারা দুনিয়ার আলোচনা বা গল্প-গুজবে মোটেই বিরক্ত হয় না। ইহার কারণ এই যে, তাহাদের কেহ নাই বলিয়া লোকে তাহাদের খাতির করে। তাহারাও গর্বভরে মানুষকে ধমক দিয়া বলেঃ "সংসারের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক আছে? তোমরা আমাদের কি করিবে।" এদিকে বিনা পরিশ্রমে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা আছে; সুতরাং দুনিয়ার প্রতি তাহাদের মন বিরক্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। এই কারণে দুনিয়া তাহাদের যথা-সর্বস্ব, দুনিয়াই তাহাদের অভীষ্ট বস্তু। তাহাদের দুনিয়ানুরাগ রোগ কঠিন হওয়ার ইহাও একটি কারণ। তাহারা রোগী হইয়াও নিজকে সুস্থ এবং

www.BANGLAKITAB.com

নীরোগ মনে করে। আর যাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে এবং নানা উপায়ে দুনিয়ার সহিত জড়িত আছে, তাহাদিগকে প্রায়ই বলিতে শুনা যায়ঃ ছেলেটির বিবাহ হইয়া গেলে আমি সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যাইব। দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিব না। নিরিবিলি বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিব। পক্ষান্তরে যাহাদের সন্তান-সন্ততি নাই, তাহাদের এই অপেক্ষাও নাই। তবে কি তাহারা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে? এমন দুঃসাহসীও কেহ কেহ আছে যাহারা বলিয়া থাকে, দুনিয়ার সংস্রব আমাদের প্রাণের সঙ্গে জড়িত। মৃত্যুর পর এ সমস্ত ঝামেলা কমিয়া যাইবে। বন্ধুগণ! স্মরণ রাখিবেন, মৃত্যু দ্বারা দুনিয়া হইতে মুক্তিপ্রাপ্তির কোনই ফল নাই। জীবিত অবস্থায় দুনিয়ার ঝামেলা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই লাভ।

যাহা হউক, সাধারণত পুরুষ এবং বিশেষত নারী-জাতি বিভিন্ন উপায়ে এই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রহিয়াছে। স্ত্রী-জাতির মধ্যে দুনিয়ানুরাগ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া এমন নহে যে, তাহাতে পুরুষদের উপকার হইবে না। এই রোগে যখন উভয় জাতিই আক্রান্ত, তখন পুরুষগণও উপকৃত হইবেন। কিন্তু স্ত্রী-জাতির মধ্যে এই রোগ বেশী। সুতরাং তাহাদের সুবিধা ও হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিক সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। কিন্তু যেহেতু হুযূর (দঃ)-এর বাণীও অবিকল আল্লাহ্‌রই বাণী, সুতরাং দুনিয়ার সকল বাণী হইতে হুযূর (দঃ)-এর বাণীকে শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রগণ্য বলা যাইতে পারে। অতএব, আমার উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য হুযূর (দঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করিয়া উহার তরজমা করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি। এখানে আমার শ্রোতৃবৃন্দ হইল স্ত্রীলোকগণ। এতক্ষণ আমি তাহাদের অনেক নিন্দা করিয়াছি, এখন তাঁহাদের কিছু প্রশংসাও করিতেছি। যেমন, কবি বলিয়াছেনঃ عیب مے جمله بگفتی هنرش نیز بگو "শরাবের দোষ তো সবই বর্ণনা করিলে, এখন ইহার কিছু গুণও বর্ণনা কর।"

স্ত্রীলোকের গুণঃ স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ এই যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধে তাহাদের কোন সন্দেহ থাকে না। আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ বলিয়া শ্রবণ করামাত্র আমলের তাওফীক না হইলেও অবনত মস্তকে তাহা মানিয়া লয়। স্ত্রী-জাতির তরফ হইতে শরীঅতের কোন বিধানে সন্দেহ বা প্রশ্নের অবতারণা হয় না। পুরুষদের মধ্যে এই বিশেষ গুণের অভাব রহিয়াছে। বিশেষত আজকাল পুরুষ-জাতি বিবেক ও যুক্তিবাদের এত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রত্যেক কথারই কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং প্রত্যেকটি মাসআলাকে যুক্তির পাল্লায় ওজন দিয়া মত প্রকাশ করে যে, বিবেকসম্মত হইল কিনা। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা কোন বিষয় বোধগম্য না হইলেও মানিয়া লয়। অল্প দিন হইল, কোন ব্যাপার লইয়া জনৈক স্ত্রীলোক অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। আমি বলিয়া পাঠাইলাম, এ বিষয়ে শরীঅতের বিধান এইরূপ। শরীঅতের বিধান শ্রবণ করামাত্র ভদ্র মহিলা অবনত মস্তকে তাহা মানিয়া লইলেন, উহার বিপরীত একটি শব্দও মুখে আনিলেন না এবং যে বিষয়ে তাঁহার অমত ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাযী হইয়া গেলেন। অতএব, বলিতেছিলাম, স্ত্রীলোকের গুণও আছে। এই কারণেও যুক্তির সাহায্যে আমার বক্তব্য-বিষয় প্রমাণ না করিয়া (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) "রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন" বলাই অধিক সঙ্গত হইবে। অবশ্য যদি হাদীসের অর্থ সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে বা

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়টি জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরার উদ্দেশ্যে কিংবা এই হাদীসের মর্মার্থ গভীরভাবে অনুধাবন করাইবার প্রয়োজনে যুক্তিগত প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমার বক্তব্যের দলিল ও প্রমাণের জন্য এই হাদীসের তরজমা বলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি।

আপনারা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। এই হাদীসে দুনিয়ার নিন্দা করা হইয়াছে। বস্তুত দুনিয়ার নিন্দনীয়তা সর্ববাদিসম্মত। সমস্ত বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকেরা আবহমানকাল হইতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ও বিভিন্ন এবারতে দুনিয়ার নানা প্রকারের নিন্দা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে দুনিয়ার এক একটি নির্দিষ্ট দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তবে যিনি যেদিক অবলম্বনে নিন্দনীয়তা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার লক্ষ্য হইতে অন্যদিক বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসে দুনিয়ার যে নিন্দাবাদ করা হইয়াছে, তাহা উহার সর্ববিধ নিন্দনীয়তাকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। এমন কোন নিন্দীয়তা বাকী নাই যাহা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

বাসগৃহের গুরুত্বঃ এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের বিশদ বর্ণনা এই যে, হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ "দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর যাহার ঘর নাই।" অর্থাৎ, দুনিয়া বাসগৃহ হওয়ার যোগ্য স্থানই নহে। বাসগৃহের প্রতি সকলেরই আন্তরিক আকর্ষণ আছে এবং এই আকর্ষণের কারণ বিভিন্ন। বাসস্থানের সহিত কাহারও কাহারও সম্পর্ক প্রকৃতিগত। বিশেষত মেয়েলোকেরা দিবারাত্রি অন্তঃপুরে বাস করে বলিয়া বাসগৃহের সহিত তাহাদের অন্তরের সম্পর্ক অতি দৃঢ় হইয়া থাকে। আমাদের মুরুব্বী-দের মধ্যে এক অতি বৃদ্ধা ভদ্র মহিলা ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কোথাও যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, না ভাই, আমার তো ইহাই ইচ্ছা যে, যে গৃহে ডুলিতে চড়িয়া আমি দুল্-হানরূপে প্রবেশ করিয়াছি, সে গৃহ হইতেই আমার জানাযা বাহির হইবে। অর্থাৎ, মৃত্যুর পূর্বে এই গৃহ হইতে আমি কোথাও যাইব না। নিজের বসতবাড়ীতে সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তি আছে। কাহারও বল প্রয়োগ নাই, এই কারণেই ইহার মায়া অত্যধিক। নিজের ঘরে নিশ্চিন্ত মনে পড়িয়া থাকুন, কেহ কিছু বলিতে পারে না। নিজের ঘরে সর্ববিধ সুখ-শান্তির উপকরণ যখন ইচ্ছা প্রস্তুত পাওয়া যায়। কোন স্থানে যাইয়া মনে অস্থিরতা বা অশান্তি আসামাত্র বাড়ী ফিরিয়া গেলেই শান্তি পাওয়া যায় এবং মন স্থির হয়। নিজের ঘরে ক্ষুধা অনুভূত হওয়ামাত্র বাসী-টাট্‌কা যাহাকিছু পাওয়া যায় আহার করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করা যায়। ঘরের বাহিরে পরের বাড়ীতে এই শান্তি-সুযোগ কোথায়? বিদেশে দূরের কথা, দেশে থাকিয়াই যদি কোথাও নিমন্ত্রিত হন এবং আপনার তখন বাসী রুটি খাইতে ইচ্ছা হয়, খাইতে পারিবেন না; টাটকাই খাইতে হইবে কিংবা এমন খাদ্য আপনার সম্মুখে আনা হইবে, যাহা আপনি জীবনে কখনও খান নাই বলিয়া খাইতে রুচি হইতেছে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শালীনতার খাতিরে তাহাই গিলিতে হইবে। কিংবা আপনার ক্ষুধা হয় নাই, এত অল্প ক্ষুধায় বাড়ীতে থাকিলে আপনি খাদ্য গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু এখানে মজলিস রক্ষার্থে সামান্য হইলেও খাইতেই হয়। মোটকথা, দুনিয়ার অন্যান্য জনপদের তুলনায় নিজের বাসগৃহ সর্বাপেক্ষা শান্তিদায়ক।

সারকথা, মানুষের বাঞ্ছিত ও ঈপ্সিত যাবতীয় বস্তুর সেরা নিজের বাসগৃহ। ইহাই মানুষের সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তির কেন্দ্রস্থল। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, সন্তান-সন্ততি পানাহারের সামগ্রী এবং আমোদ-আহ্লাদের উপকরণ যাহা-কিছু নেয়ামত দান করিয়াছেন, সবকিছু এই বাসগৃহেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, হুযূর (দঃ)-এর এই